CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-116 ■ 26 January, 2026 ■ আগরতলা ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১২ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি কখনই মেনে নেওয়া হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যবহারের দাবি কখনোই মেনে নেওয়া হবে না। আজ এ-কথা অনেকটাই বিরক্তির সুরে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডাঃ) মানিক সাহা। আজ সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণ তৈবান্দালে আয়োজিত ভারতীয় জনতা পার্টির এক বিশাল জনসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর সাফ কথা, রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মেনে নেবেন। ওই দাবির জিগির তুলে আগামী প্রজন্মকে বিভ্রান্তি করা বরদাস্ত হবে না।

সাথে রাজ্যে খুন সন্ত্রাসের প্রশ্নে আরো একবার কমিউনিস্টদের নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানালেন, ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকানোর মতো ক্ষমতা কারোর নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেক মানুষের কাছে যাবে এবং জনজাতিদের কল্যাণে ঘরে ঘরে যাবে।

সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এখানে বিশাল সংখ্যায় মানুষের উপস্থিতি দেখে এটাই মনে হচ্ছে ২০২৬ এ এডিসিতে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেই নির্বাচনকে ঘিরে খুমুলুঙে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। রাত পোহালেই আগামীকাল প্রজাতন্ত্র দিবস। আর এখন কিন্তু রাজতন্ত্র নেই। এখন রয়েছে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ পরিবার থেকে আসেন নি। তিনি একজন চা ওয়ালা। আজ এই গণতন্ত্রের কারণে যে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সংবিধান প্রতিষ্ঠার দিন ২৬ জানুয়ারি। সেজন্য আজ একজন চা ওয়ালা দেশের প্রধানমন্ত্রী। আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাজ্যে পরিবার তান্ত্রিক পার্টিগুলির অবস্থা কি হয়েছে? ব্যক্তি তান্ত্রিক রাজনীতি এখন আর চলবে না। মানুষ বুঝে গিয়েছে। গনতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা। ভালো কাজ না করলে এক আঙুলে টিপে তাকে বের করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ একটা উল্লেখযোগ্য দিন। জাতীয় ভোটার দিবস। যারা ১৮ বছর পূর্ণ করেছে তাদের স্বাগত জানাই। তাদের হাতে শুধু ত্রিপুরা নয়, সারা ভারতবর্ষ। তাই বুঝতে হবে আগামীতে এই রাজ্য বা দেশ কারা চালাবেন। এতদিন ধরে তিপ্রাসা তিপ্রাসা বলে বহু লোক্যাল পার্টি এসেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি এতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং যার যার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এসব পার্টি তৈরি হয়েছে এবং শেষও হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার চলছে সেই সরকার জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে। তিনি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছেন। আমরাও একইভাবে জনজাতিদের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলছেন উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন না হলে ভারতবর্ষ উন্নত হবে না।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

গুণমানের ওপর জোর দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ।। দেশবাসী, বিশেষ করে শিল্প ও স্টার্টআপের সঙ্গে যুক্ত যুবসমাজকে উৎপাদনে গুণমানের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ আকাশবাণীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন, ভারতের অর্থনীতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং বিশ্ব এখন ভারতের দিকে নজর রাখছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে যা কিছু উৎপাদিত হয় তার মান উন্নত করার সংকল্প নিতে হবে। উৎকর্ষকেই মানদণ্ড হিসেবে স্থির করার আহ্বান জানিয়ে তিনি লালকেল্লা থেকে দেওয়া তাঁর 'জিরো ডিফেক্ট, জিরো ইফেক্ট' বার্তা পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, এই পথেই 'বিকশিত ভারত'-এর যাত্রা ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

জাতীয় ভোটার দিবস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের আত্মা হলেন ভোটার। কোনও যুবক বা যুবতী প্রথমবার ভোটার হলে গোটা পাড়া, গ্রাম বা শহরের মানুষ একত্রিত হয়ে তাকে অভিনন্দন জানানো এবং মিষ্টি বিতরণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

আগামীকাল প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দিনেই সংবিধান কার্যকর হয়েছিল এবং এটি সংবিধানের প্রণেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভজন ও কীর্তনের ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আজকের যুবসমাজ ভক্তির চেতনাকে তাদের জীবনযাত্রা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করেছে। এর ফলেই এক নতুন সাংস্কৃতিক ধারা তৈরি হয়েছে, যা 'ভজন ক্লাবিং' নামে পরিচিতি পাচ্ছে এবং বিশেষ করে জেন জেড প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মালয়েশিয়ায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করে তিনি জানান, সেখানে ৫০০-রও বেশি তামিল স্কুল রয়েছে, যেখানে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সকল পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আজ সোমবার ২৬ জানুয়ারি জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর সকল কর্মীদের ছুটি। তাই, মঙ্গলবার ২৭ জানুয়ারি এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন সাহিত্যিক নরেশ চন্দ্র দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নরেশ চন্দ্র দেববর্মা। দেশের রাষ্ট্রপতি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য এই সম্মান প্রদান করবেন।

নরেশ চন্দ্র দেববর্মাকে পদ্মশ্রী সম্মানের জন্য মনোনীত হওয়ায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে নরেশ চন্দ্র দেববর্মার অবদান অনস্বীকার্য। এই সম্মান তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, নরেশ চন্দ্র দেববর্মার এই প্রাপ্তি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর জন্য গর্বের ও আনন্দের বিষয়।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রাজ্যের সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বনাম ধন্য ব্যক্তিত্ব নরেশ চন্দ্র দেববর্মাকে ভারত সরকার কর্তৃক "পদ্মশ্রী" সম্মানের জন্য মনোনীত করায় আমি তাঁকে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। ককবরক ভাষা সাহিত্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ২০২৪ সালে রাজ্য সরকার ককবরক ভাষার সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ত্রিপুরাভূষণ

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বড়জলা মন্ডল সভাপতি বহিষ্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে দল থেকে বহিস্কার করা হল বড়জলা বিধানসভার বিজেপি মন্ডল সভাপতি রাজীব সাহাকে। উল্লেখ্য, জমি দালালি ও জমি মাফিয়াগিরির অভিযোগে বড়জলা বিধানসভার বিজেপি মন্ডল সভাপতি রাজীব সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে রাজীব সাহাকে এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে এসে কয়েক ঘন্টা ধরে টানা জেরা চালান পুলিশ আধিকারিকরা। জেরার পর অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জমি দখল, অবৈধ লেনদেন ও দালালি সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

দলীয় নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য-এর নির্দেশক্রমে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রাজিব সাহা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন এবং অভিযোগিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

এমজি রেগা ধ্বংস করে গ্রামীণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বিজেপি ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। মহাত্মা গান্ধীর নামে প্রণীত এমজিএনরেগা প্রকল্পকে কার্যত বাতিল করে নতুন মোড়কে গ্রামীণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করা হচ্ছেএই অভিযোগ তুলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "আরও বেশি দিনের কাজ, বেশি মজুরি ও বেশি অর্থ বরাদ্দ"এই প্রতিশ্রুতির বন্যায় সরকারি অর্থ ও আইটি সেল—সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে গোটা দেশ ও রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

আশীষ সাহা বলেন, ইউপিএ সরকারের আমলে এমজিএনরেগায় কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রায় ৪ শতাংশ বরাদ্দ থাকলেও বর্তমান অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৩৭ শতাংশে। ২০১৪ সালের পর দেশজুড়ে প্রায় ১০ কোটিরও বেশি জব কার্ড ডিজিটালাইজেশন, আধার লিংক ও ব্যাংক কেওয়াইসি—র অজুহাতে বাতিল করা হয়েছে, যার মধ্যে ত্রিপুরায় প্রায় ৯ লক্ষ জব কার্ড রয়েছে। ফলে কাজের গড় দিন দেশে ৪৫---৪৬ থেকে নেমে এসেছে, রাজ্যে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩২—৩৩ দিনে।

তিনি অভিযোগ করেন, গত ১১ বছরে জব কার্ডধারীদের মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশ ১০০ দিনের কাজ পেয়েছেন, যাদের একটি বড় অংশ শাসকদলের ঘনিষ্ঠ। কাজের জায়গায় না গিয়েও মজুরি তোলার অভিযোগও তোলেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি জানান, দেশ ও রাজ্যে কোটি কোটি টাকা মজুরি বকেয়া পড়ে রয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কেন্দ্রীয় গ্রাম

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, 'প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের জাতির জন্য একটি অত্যন্ত বিশেষ দিন। ভারতীয় গণপরিষদ ২৬ শে নভেম্বর, ১৯৪৯ সালে ভারতের সংবিধান গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীতে এটি ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫০ তারিখে কার্যকর হয় এবং ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে, যা ভারতের সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব নিশ্চিত করতে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবের জনসভায় তৃণমূলী হামলা, মঞ্চে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। পশ্চিমবঙ্গে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের জনসভাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতা জেলার বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় অনুষ্ঠিত 'পরিবর্তন সংকল্প সভা'-তে যোগ দিতে গিয়ে এই ঘটনার সম্মুখীন হন তিনি। সূত্রের খবর, সভা চলাকালীনই তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু কর্মী সভাস্থলে এসে প্রচারসজ্জা নষ্ট করে এবং ভাঙচুর চালায়। অভিযোগ, বিপ্লব কুমার দেবের বক্তৃতা চলাকালীন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে সেই সময়ে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

কিন্তু বিপ্লব কুমার দেব সভাস্থল ত্যাগ করার পর পরিস্থিতি আরও গুরুতর রূপ নেয়। অভিযোগ অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে থাকা সভা মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর ফলে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে আইন শৃঙ্খলার অবনতি বিধায়ক বীরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাহসর, ২৫ জানুয়ারি।। কৈলাসহরের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি এবং সরস্বতী পূজার দিন শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক ও পরিষদীয় দলনেতা বিরজিত সিনহা। রবিবার দুপুরে জেলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং শাসক দলের একাংশকে দায়ী করেন।

এছাড়াও, সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মো: বদরুজ্জামান ও কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

বিরজিত সিনহা অভিযোগ করেন, ঊনকোটি টুরিস্ট লজ সংলগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি পরিত্যক্ত সরকারি কোয়ার্টার বেআইনিভাবে দখল করে শাসক দলের একাংশ সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। তাঁর দাবি, পৌরসভার চেয়ারম্যান বেআইনিভাবে ওই ঘর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন এবং যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সহ কর্মীরা সেখানে ঘাঁটি গেড়ে সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতো।

তিনি জানান, দেড় মাস আগে এসপি ও এসডিএম-কে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হলেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এর ফলস্বরূপ, ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পূজার দিন শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে, যা

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্প উন্নয়নের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে ঃ ডোনার মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আজ নারিকেলকুঞ্জে মাতাবাড়ি ট্যুরিজম সার্কিটের শিলান্যাস করেন। এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ বি, জেলা পুলিশ সুপার মিহিরলাল দাস, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রশান্ত কুমার নেগি, গন্ডাছড়া মহকুমার মহকুমা শাসক চন্দ্রজয় রিয়াং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণে ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরায়ও পর্যটন শিল্প উন্নয়নের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরার ডম্বুর জলাশয়ের সৌন্দর্য অপরূপ যা এক টুকরো স্বর্গও বলা যেতে পারে। পর্যটনের উন্নয়নের মাধ্যমেই ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রগতি বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আজ নারিকেলকুঞ্জে যে মাতাবাড়ি ট্যুরিজম সার্কিটের শিলান্যাস করা হয়েছে তাতে ডম্বর, নীরমহল, সিপাহীজলা, মাতাবাড়ি, অমরসাগর, ছবিমুড়া এই সার্কিটে রয়েছে। প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাতাবাড়ি ট্যুরিজম সার্কিট গড়ে তোলা হবে। ফলে রাজ্যে পর্যটক আগমনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। ডোনার মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় আগর শিল্পের উন্নয়নে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল কদমতলায় রাবার

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবস

রাষ্ট্রপতি পদক পাচ্ছেন সাত পুলিশ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬ উপলক্ষে পুলিশ, ফায়ার, হোম গার্ড, সিভিল ডিফেন্স ও সংশোধনাগার বিভাগের কর্মীদের জন্য ঘোষিত রাষ্ট্রপতির পদকের তালিকায় ত্রিপুরা থেকে মোট ৭ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পাচ্ছেন রাষ্ট্রপতির বিশিষ্ট সেবাপদক (পিএসএম) এবং ছয়জন পাচ্ছেন মেধাবী সেবা পদক (এমএসএম)।

রাষ্ট্রপতির বিশিষ্ট সেবা পদক পাচ্ছেন ত্রিপুরার হাবিলদার শিবচরণ দেববর্মা। দীর্ঘদিনের নিষ্ঠাবান ও প্রশংসনীয় পরিষেবার স্বীকৃতি হিসেবে তাকে এই সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, মেধাবী সেবা পদক পাচ্ছেন ত্রিপুরা পুলিশের ছয়জন আধিকারিক।

তারা হলেন, দেবপ্রসাদ রায়(ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলি), প্রদীপ চন্দ্র দাস(সুবেদার), বিপুল দেব(হাবিলদার), জীবন দেবনাথ(কনস্টেবল), অমল দত্ত(ইন্সপেক্টর) এবং ধ্রুবজ্যোতি হালদার(ইন্সপেক্টর)।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এই সম্মান প্রাপ্তিতে ত্রিপুরা পুলিশের মধ্যে গর্ব ও উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসেবায় তাদের অবদানকে এই পদক বিশেষ স্বীকৃতি দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

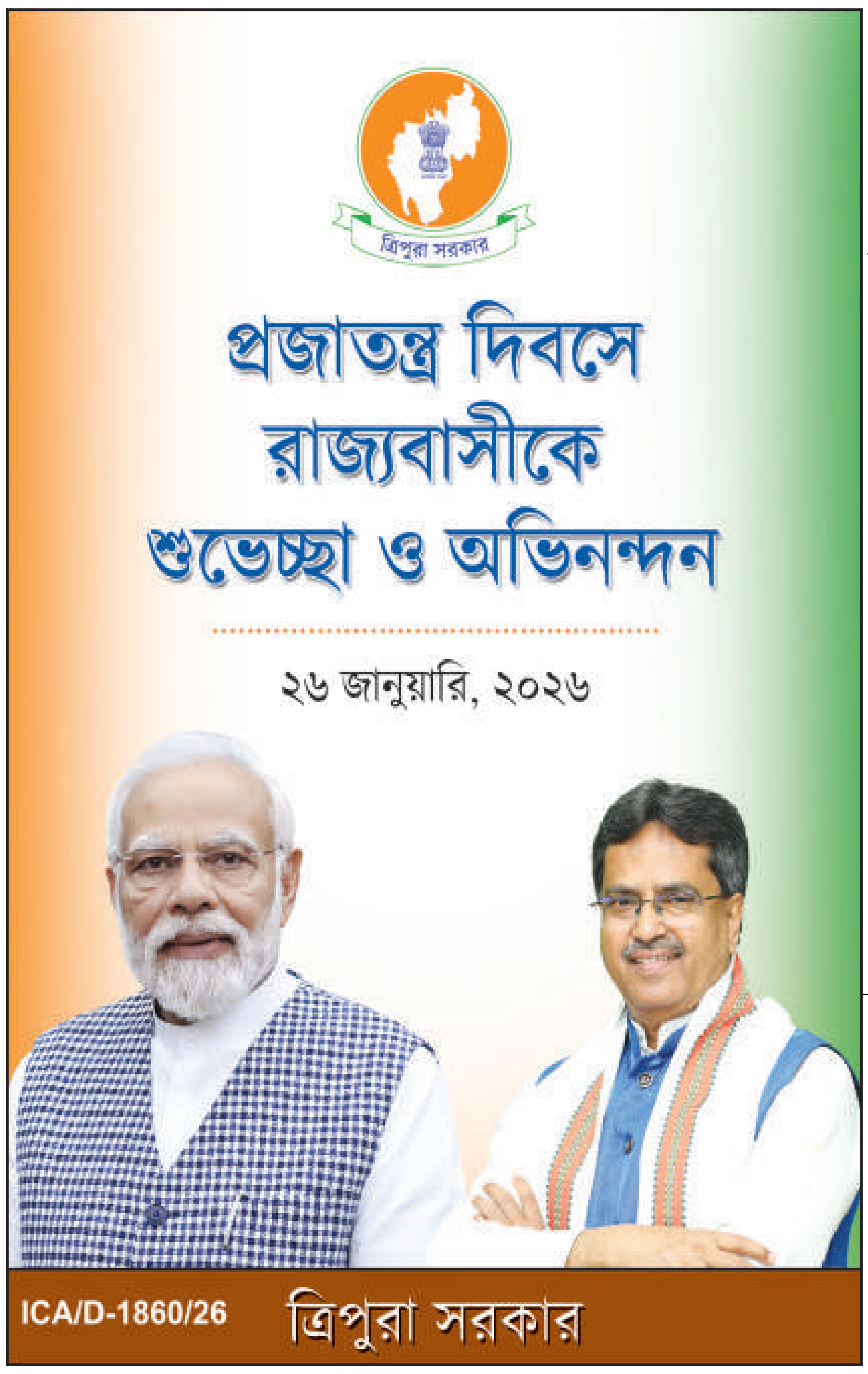

জাগরণ আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং
১২ মাঘ, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রজাতন্ত্রের প্রত্যাশা ও বাস্তব

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস দেশের তিনটি প্রধান জাতীয় উৎসবের একটি। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হইয়াছিল এবং ভারত একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ২০২৬ সালে ভারত তার ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করিতেছে।ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন হইলেও তখন দেশের নিজস্ব কোনো পূর্ণাঙ্গ আইন বা সংবিধান ছিল না।

১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে "পূর্ণ স্বরাজ"-এর ঘোষণা দিয়াছিল। এই ঐতিহাসিক দিনটির গুরুত্ব বজায় রাখিতে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা হয়। এর ফলে ভারত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া একটি পূর্ণ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।সংবিধান তৈরির ইতিহাসভারতের সংবিধান বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হয়। তাঁহাকে "ভারতীয় সংবিধানের জনক" বলা হয়। সংবিধান তৈরি করিতে মোট ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন সময় লাগিয়াছিল।

সংবিধানটি ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হয় ভারতের রাজধানী দিল্লির কর্তব্য পথে (আগে যার নাম ছিল রাজপথ)। ভারতের রাষ্ট্রপতি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর জাঁকজমকপূর্ণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতের সামরিক শক্তি ও আধুনিক সমরাস্ত্র প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরিয়া বর্ণাঢ্য ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়।এই দিনে "পরমবীর চক্র", "অশোক চক্র" এবং "বীর চক্র"-এর মতো সম্মাননা প্রদান করা হয়।২০২৬ সালে ভারত তাহার ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করিতেছে। এই বছরের প্যারেডের একটি বিশেষ থিম হলো 'বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর'। বন্দে মাতরম গানটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশাল প্রেরণা জুগাইয়াছিল, যাহার দেড়শ বছর পূর্তিকে এই বছর বিশেষভাবে সম্মান জানানো হইতেছে।প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানমালা শেষ হয় ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় "বিটিং রিট্রিট" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। দিল্লির বিজয় চকে সামরিক ব্যান্ডগুলোর সুরের মূর্ছনায় এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়, যাহা প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আজ ২০২৬ সালে দাঁড়াইয়া আমাদের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসে ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যায়, গত সাত দশকেরও বেশি সময়ে ভারতের প্রাপ্তির ঝুলি যেমন অনেক সাফল্যে পূর্ণ, তেমনি কিছু অপূর্ণ প্রত্যাশা আজও আমাদের ভাসাইয়া তোলে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল চেতনা হইলোদেশের শাসনভার জনগণের হাতে থাকা এবং সংবিধানের আদর্শকে পাথেয় করিয়া এগিয়ে চলা। ভারত আজ বিশ্বের মঞ্চে কেবল একটি দেশ নয়, একটি উদীয়মান শক্তি। আমাদের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তিগুলো হইলো গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে যখন বারবার রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়াছে, ভারত তখন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে নিজের ভিত শক্ত রাখিয়াছে। নিয়মিত নির্বাচন ও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতার হস্তান্তর আমাদের বড় সাফল্য।

ইসরোর মাধ্যমে চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য এবং গগনযান মিশনের প্রস্তুতি ভারতকে মহাকাশ বিজ্ঞানে প্রথম সারিতে বসাইয়াছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের ফলে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও আজ প্রযুক্তির সুফল পাইতেছেন। ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ও উৎপাদন শিল্পে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাইতেছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, অত্যাধুনিক হাইওয়ে এবং ভারত আজ বিশ্বের কাছে উদাহরণ।

সংবিধান প্রণেতারা যে সাম্য ও ন্যায়ের স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন, তাহা অর্জনে আমাদের এখনো অনেকটা পথ চলা বাকি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়িলেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান এখনো প্রকট। বেকারত্ব এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে 'নারী শক্তি' প্রদর্শিত হইলেও বাস্তবে নারীদের নিরাপত্তা ও কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার নিশ্চিত করিবার কাজ এখনো অসম্পূর্ণ।মানসম্মত শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী চিকিৎসা পরিষেবা আজও দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে সমানভাবে পৌঁছায়নি।

ভারতের মূল শক্তি ছিল "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য"। বিভিন্ন সময়ে অসহিষ্ণুতা বা বিভেদের রাজনীতি এই ঐক্যে আঘাত হানিয়াছে, যাহা সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের পরিপন্থী। ভারত এখন 'অমৃত কাল'-এর মধ্য দিয়া যাইতেছে, যাহার লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি 'বিকশিত ভারত' গড়িয়া তোলা।

ভারতীয় গ্রামীণ ডাক কর্মচারী সংঘের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত, একাধিক দাবি সনদ গৃহীত

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: রবিবার ভারতীয় গ্রামীণ ডাক কর্মচারী সংঘের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভারতীয় ডাক কর্মচারী মহাসংঘের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় ডাক কর্মচারী সমিতি (গ্রেড—সি), ভারতীয় ডাক কর্মচারী সমিতি পোস্টম্যান ও এমটিএস এবং ভারতীয় গ্রামীণ ডাক কর্মচারী সংঘের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয় এবং একটি দাবি সনদ গৃহীত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর করতে হবে। পাশাপাশি বেসিক বেতনের সঙ্গে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) সংযোজনের দাবি তোলা হয়। এছাড়াও বর্তমান ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩ থেকে বাড়িয়ে ৩.৩ করার দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে আরও দাবি করা হয়, গ্রামীণ ডাক সেবক (জিডিএস) কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশনের সুবিধা নিয়মিত ডাক কর্মচারীদের সঙ্গে একযোগে কার্যকর করতে হবে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, এই দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আগামী দিনে আন্দোলনসহ প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

আঁধার সরণিতে আলোর মেয়ে : সাবিত্রীবাই ফুলে

কৃষ্ণা রায়

সাবিত্রীবাই ফুলে। বাঙালি সমাজে নেহাতই অচেনা এক নাম। সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তীর মত স্মরণযোগ্য পৌরাণিক নারী তিনি নন, আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে কোথাও জড়িয়ে নেই তাঁর নাম। আদতে তিনি উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রের এক পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর নারী, একটি শূদ্র পরিবারের বধূ, আর মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত সমাজ— সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের সার্থক সহধর্মিণী। কিন্তু স্বামীর পরিচয়ে নয়, ভারতে নারী শিক্ষার ইতিহাসে তিনি নিজেই নিজের পরিচয় তৈরি করে গেছেন। বিগত ২০১৪ সালের ৯ই আগস্ট মহারাষ্ট্রের পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হঠাৎ বদলে গিয়ে হল সাবিত্রীবাই ফুলে পুণে ইউনিভার্সিটি।

কিন্তু কে এই সাবিত্রীবাই ফুলে? উত্তরে বলা যায়, তিনি উনিশ শতকের ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রথম শিক্ষয়িত্রী, যিনি নিম্নবর্ণের অত্যাচারিত, বঞ্চিত নারীদের চোখে শিক্ষার আলো জ্বেলে দেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন। প্রান্তিক জনজীবনের সামাজিক অধিকার আর নারীর স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন সারাজীবন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য যেমন একের পর এক স্কুল খুলেছেন, প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী বিষয়ে পাঠ দান করেছেন, তেমনি তাদের সামাজিক-মানবিক অধিকার, জীবনের মান উন্নয়নের স্বার্থে গড়ে তুলেছেন মহিলা সেবা মন্ডল। আর অজস্র ধরণের সামাজিক কুপ্রথা, অপপ্রথার বিরুদ্ধে বারে বারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অথচ ভারতে শিক্ষাচর্চার ইতিহাসে তিনি তেমন ভাবে উচ্চারিত নন। যে সাহসে ভর করে অশিক্ষা-কুসংস্কার ঘেরা আঁধার-মোড়া সময়ে অন্ত্যজ সমাজে তিনি শিক্ষার জোয়ার এনেছিলেন, পশুর অধম জীবন যাপনে বাধ্য এবং অভ্যস্ত নারীর কানে মানব অধিকারের বার্তা শুনিয়েছিলেন, শাস্ত্র ঘোষিত পাপের কথা নস্যাৎ করে তাদের শিক্ষার অধিকারে প্রাণিত করে জীবনে আলোর খবর দিয়েছিলেন, সেই সাহসের অনেকটাই যুগিয়েছিলেন ছিলেন তাঁর আধুনিকমনা স্বামী, যিনি নিজেও জাতিভেদ প্রথা ও হৃদয়হীন ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের বিরুদ্ধে জীবন ভোর আন্দোলন করে গেছেন। ভারতীয় সমাজ সাবিত্রীবাইয়ের মহতী কর্মধারা সম্বন্ধে খুব বেশি ওয়াকিবহল নয়। অথচ উনিশ শতকের নী সাবিত্রী শুধু নিজে কষ্ট করে শিক্ষিত হননি, সমাজের তুমুল বিরোধিতা উপেক্ষা করে সেই শিক্ষা অন্যদের দিয়েছেন, সেই শিক্ষার অধিকারে সমাজ-কৃত অত্যাচার অসম্মানকে উপেক্ষা করে সোজা পথে এগিয়ে গেছেন, মূক মেয়েদের কণ্ঠ হয়ে উঠেছেন। সেই অর্থে তিনি একজন মৌলিক নারীবাদী। দুর্ভাগ্যক্রমে নারীবাদের ইতিহাস আলোচনায় ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় বারে বারে মেরি উলস্টোনক্রাফটের নাম উচ্চারণ করলেও সাবিত্রীবাইকে তেমনভাবে স্মরণ করেন না।

জন্মেছিলেন ১৮৩১ সালের ৩ জানুয়ারি। মহারাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগে সাতারা জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম, নাম নয়গাঁও। পুণা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে এই নয়গাঁও গ্রামটি সাতারা আর পুণা (বর্তমানের পুণে) রোডের মধ্যে পড়ে। সে গ্রামে ব্রাহ্মণদের দাপট ছিল যথেচ্ছ। গরীব চাষী খান্ডোজি আর মা লক্ষ্মী বাইয়ের প্রথম সন্তান সাবিত্রী। ছোট থেকেই সে ভারী বুদ্ধিমতী আর বড়ই হুঁশিয়ার। সব কিছু জেনে বুঝে না নিলে তার যেন শান্তি নেই। গরীব শূদ্র পরিবারের মেয়েদের ইস্কুলে পাঠানোর নিয়ম নেই। কিন্তু মেয়ের যে চারপাশের জগত নিয়ে বড়ই কৌতুহল। বড়দের মুখে গল্প শোনে, তাদের গাঁয়ের থেকে দূরে অনেক বড় বড় শহর আছে। কিন্তু সাবিত্রী তো কোথাও যেতে পারে না। ভাইয়েরা গাঁয়ের স্কুলে যায়, তার বেলাতেই যত বারণ। বাড়িতে বসে মায়ের কাছে শিখতে হয় রান্নার কাজ, ঘরকন্নার কাজ। গাঁয়ের বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো, হাসি, গল্প, পুকুরের জলে সাঁতার কাটা সবই তার দিব্যি লাগে। বয়সে ছোট হলেও সাবিত্রী বোঝে সমাজে উঁচুতলার মানুষ, মানে গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা তাদের খুব ঘৃণা করে। তারা নাকি নিচু জাতের। জাত কীকরে উঁচু -নিচু হয়, ছোট্ট সাবিত্রী বোঝে না। তাদের গাঁয়ে আছে আরো অনেক জাতের মানুষ— মাহার, মাংগ, ছাম্বার, ভাঙ্গি, ঢেড। তারা নাকি সবাই ছোট জাতের। বড় জাতের মানুষ শুধু ওই ব্রাহ্মণেরা। তাদের হাঁটবার পথ দিয়ে সাবিত্রী আর তার বন্ধুরা হাঁটতে পারে না। ব্রাহ্মণদের কথামত তাদের সমাজের লোকেরাও বলে, মেয়েরা ইস্কুলে পড়াশুনো শিখতে গেলে পাপ হবে।

সালটা ছিল ১৮৪০। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী নয় বছরের সাবিত্রীর সঙ্গে তেরো বছরের জ্যোতিরাওয়ের বিয়ে হয়ে গেল। জ্যোতিরাওদের পারিবারিক পেশা ছিল সবজির। পারিবারিক পদবী গোরহে। পেশোয়া সম্প্রদায়ের ফুলের যোগানদার হয়ে ওঠার সুবাদে তারা পরিচিত হতে লাগল গোরহে থেকে ফুলে। সাবিত্রীর জীবনের মূল সূত্র গড়ে উঠেছে তার স্বামীর জ্যোতিরাও ফুলের অবদানে। জ্যোতিরাও অনুভব করেছিল, তার অক্ষরজ্ঞান-হীন বালিকা-বৌটি লেখাপড়া শিখলে দারুণ খুশি হবে। তাই নিজে ইস্কুলে গিয়ে যা কিছু শিখেছে, বাড়ি ফিরে বৌকে সেগুলোই শিখিয়ে দেয়। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীও ছয় বছর ধরে বাড়িতেই পড়াশুনো করেছে। যে সময় মেয়েদের গরু-ছাগলেরও অধম ভাবা হোত, দিবারাত্র গৃহশ্রমিক আর যৌনশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু ভাবা হত না, সমাজে মানুষ হিসেবে কোন ভূমিকা স্বীকৃত ছিল না, সেই দুঃসময়ে তরুণ স্বামী জ্যোতিরাও তার বালিকা স্ত্রীকে ঘরের কাজ থেকে কিছু সময়ের জন্য অব্যাহতি নিয়ে পাঠে-লেখায় মনোনিবেশ করার আদেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, উনিশ শতকের কুসংস্কার আচ্ছন্ন মহারাষ্ট্রে একটি তথাকথিত নিম্নবর্গের যুবক, নিজের স্ত্রীর শিক্ষার দায়িত্ব তুলে দিলেন অনাত্মীয় দুই যুবকের হাতে। স্ত্রীকে পড়তে পাঠালেন পুণেতে মিসেস মিশেলের নরম্যাল স্কুলে, পরে শিক্ষিকা হওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে পাঠালেন আহমেদনগরে আমেরিক্যান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠানে। ১৮৪৬-৪৭ সালে সাবিত্রী স্কুলের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষায় কৃতার্য হলেন। এরই পরিণতিতে হয়ে উঠলেন ভারতের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক, দেশীয় নারী-শিক্ষিকা। খ্রিশ্চান মিশনারিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক পরিচয় নিয়ে। এবং অবশ্যই অন্তঃপুরের বাইরে এসে প্রকাশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। স্কুলে পড়াতে যাওয়ার পথে স্থানীয় মানুষেরা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে গোবর, পাথর, মাটির ঢেলা। সাবিত্রী বিচলিত হন নি। সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কন্যা সাবিত্রীর মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য তেজ। উদারচেতা স্বামীর সাহচর্যে এসে শিক্ষাদানকে জীবনের পরম ব্রত বলে মেনেছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর প্রতি সমাজের বুকে ঘটে চলা অজস্র অর্থহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে মানব জীবনের সারসত্য বলে বিশ্বাস করেছেন। প্রায় দেড়শ বছরের বেশি আগেকার সময়ে সাবিত্রীর দেখানো শিক্ষা পদ্ধতি আজো কত প্রাসঙ্গিক, কয়েকটি নমুনা দিলেই বোঝা যাবে। অধুনা প্রচলিত শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উদ্দীপক, যেমন সর্ব শিক্ষা অভিযান, শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন, মিড ডে মিল, ইত্যাদিকে মোটেই আধুনিক ভাবনার ফসল বলা হয়ত যাবে না, কারণ ইতিহাসের তথ্য বলছে, এসবের অনেকাংশই সাবিত্রীর কালেই সূচনা হয়েছিল। এমনকি গরীব শিক্ষার্থীদের স্কুলছুট এড়াতে তিনি স্টাইপেন্ড বা জলপানি দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। ছাত্রীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন, স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত উপহারের পরিবর্তে স্কুলের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থার জন্য আবদার জানাতে। এই সাবিত্রী সর্বার্থেই এক মরমী শিক্ষয়িত্রী, উনিশ শতকের আঁধারে, আলো হাতে পথচলা এক ক্লান্তিহীন যাত্রী।

ব্যক্তিগত জীবনে সাবিত্রী ছিলেন সহজ জীবনাচরণে বিশ্বাসী। শিক্ষাব্রতী এই নারী আটপৌরে জীবনে আর পাঁচটি গৃহবধূর মতই ছিলেন সহজ, অনাড়ম্বর। সাজপোশাকে পারিপাট্য-বিমুখ সাবিত্রীর কপাল জুড়ে আঁকা থাকত বিরাট কুমকুমের টিপ, অলংকারহীন দেহে থাকত শুধু একটি মঙ্গলসূত্র আর কালো সুতো, পুঁতি দিয়ে গাঁথা একটি কণ্ঠবেষ্টনী। মাঝারি চেহারার সাবিত্রী দেখতে ছিলেন বেশ সুশ্রী, স্বভাবে ধীরস্থির, শান্ত। লোকে তাঁকে রাগতে দেখেনি। সারাক্ষণ ঠোঁটের গোড়ায় লেগে থাকত একটুকরো অধরা, রহস্যময় হাসি। বাড়িতে অতিথি সমাগম হলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না। নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাদের জন্য সুখাদ্য রান্না করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ একান্ন বছরের দাম্পত্য জীবনও পালন করেছেন নিরবচ্ছিন্ন শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসে। দায়ে-অদায়ে পারস্পরিক সাহচর্যে, ভালবাসায়, আজীবন তাদের মনের বন্ধন ছিল সৌন্দর্যময়, সুগভীর। স্বামীর সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে ও ব্রতে যথার্থ সহযোগী ছিলেন সাবিত্রী। ভারতে নারী শিক্ষার দুই অগ্রপথিকের দাম্পত্য জীবনও ছিল পারস্পরিক সমমর্মিতায় ভরা।

নিঃসন্তান জ্যোতিরাওয়ের জীবনে এক সময় পারিবারিক তথা সামাজিক চাপ প্রবল হয়ে দেখা দিল। সন্তান লাভের জন্য তাঁকে আবার বিবাহ করতেই হবে। জ্যোতিরাও এমন কাজে পা বাড়াতে নারাজ। এতে তাঁর জীবন সঙ্গীর অসম্মান হবে। সাবিত্রীও তখন যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের নির্দয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে নিঃসন্তান সাবিত্রী অনাথ আশ্রম স্থাপনে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁর মাতৃত্ব এই সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে আনন্দের, তৃপ্তির পথ খুঁজে নিয়েছে। আশে পাশের এলাকার শিশুদের প্রায়ই তাঁর নিজের বাড়িতে খাবার খেতে নিমন্ত্রণ করতেন। এইসব শিশুদের সান্নিধ্যে তাঁকে খুব সুখী মনে হত। আত্মহত্যা করতে উদ্যত এক অন্তঃসত্ত্বা ব্রাহ্মণ-বিধবার প্রাণ বাঁচিয়ে তার জারজ সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন সেই ১৮৭৪ সালে। মায়ের মমতায় পালিত এই পুত্র পরিণত জীবনে হয়েছিল চিকিৎসক। এই পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে আরেকটি সমাজ সংস্কার, আন্তঃজাতি বিবাহ।

এই অবসরে সাবিত্রীর এই কল্যাণমূলক কাজের একটি উল্লেখ করতেই হয়। ১৮৭৫-৭৬ সালে পশ্চিম মহারাষ্ট্রে এক ভয়ানক খরা দেখা দিয়েছিল। এই বিয়োগান্ত মুহূর্তে লোভী, অসাধু সুদখোর মহাজনেরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। গরীব চাষীদের খাবার আর সাহায্যের বিনিময়ে তাদের কাছে প্রতারণার টোপ ফেলত। সাবিত্রীর নেতৃত্বে সত্যশোধক সমাজের স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের ত্রাণের কাজে এগিয়ে এল, তাদের প্রাণ এবং সম্পত্তি বাঁচানোর কাজে সর্ব শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুদখোর মহাজনেরা বিপদ বুঝে এদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করল, এরা নাকি দাঙ্গা বাঁধানোর কাজে নেমে পড়েছে। স্বেচ্ছাসেবীদের পুলিশ অ্যারেস্ট করল। এই ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে সাবিত্রী প্রতিনিধি জড়ো করে, নেত্রীর ভূমিকা নিয়ে, স্থানীয় কালেক্টারের অফিসে গিয়ে সবিনয়ে অসাধু মহাজন এবং পুলিশ প্রশাসনের অসৎ-ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন। সাবিত্রীর স্পষ্ট ও ঋজু কথায় এবং ঘটনার সত্যতা যাচাই করে কালেক্টার সাহেব বিচলিত হলেন। স্বেচ্ছাসেবীদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন। সাবিত্রীর সাহস ও দায়িত্ব বোধের প্রচুর প্রশংসা করে ব্যক্তিগত ভাবে কালেক্টার সাহেব, নিজেও এই ত্রাণের কাজে এগিয়ে এলেন।

সাবিত্রী ছিলেন মনে প্রাণে কবি। মারাঠী ভাষার প্রথম স্বীকৃত মহিলা কবি। যে সব সমাজ সচেতন মানুষ জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে মুখর হয়েছেন, সাবিত্রীর কবিতা তাঁদের বিশেষ ভাবে প্রেরণা জুগিয়েছিল। মাত্র তেইশ বছর বয়সে, ১৮৫৪ সালে প্রকাশ পায় তাঁর লেখা কবিতার বই 'কাব্যফুলে'। সময়ের মাপকাঠিতে এই বইয়ের প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রে কোন মহিলাকে প্রকাশ্যে কিছু বলতে শোনা যেত না, তাদের লেখালেখি তো স্বপ্নের বিষয়। সাবিত্রীর জীবনীকার এম জি মালি তাঁকে 'The mother of modern Marathi poetry' বলে উল্লেখ করেছেন। সাবিত্রীর মানস প্রকৃতিতে যে বহুবিধ আলোছায়া ছিল, তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। সচেতন ভাবেই তিনি কবিতা রচনায় প্রথাগত মারাঠী রচনার ভঙ্গিকে ('অভঙ্গ') আশ্রয় করেছেন। এই অভঙ্গ হল প্রকৃতপক্ষে একটি লোক-সাহিত্যের রূপ, যার মাধ্যমে ঈশ্বরকে নিবেদন করে প্রশংসাসূচক গান লেখা বা করা হয়। বইটিতে রয়েছে এক চল্লিশটি কবিতা। প্রকৃতি, জাতিভেদ প্রথার মত সামাজিক সমস্যা, জাতিভেদ জনিত দাসত্ব থেকে মুক্তি, শিক্ষা, ঐতিহাসিক সত্য সবই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে। উপদেশমূলক কবিতা রচনায়ও তাঁকে সমান স্বচ্ছন্দ মনে হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে কবিতার ভাষা সহজ, নিরলঙ্কার। সাবিত্রীর কবিতা তাঁর জীবন বোধের পরিচায়ক। হিন্দু সমাজ জীবনের আদি নিয়ন্ত্রক মনুকে নিয়ে কবিতায় তাঁর ভাষা বেশ তির্যক।

যারা মাঠে কাজ করে, ফসল ফলায় মনু বলেন, তারা ভোঁতা বস্তুত ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট এটিই হয়ে আছে মনুস্মৃতি বলে, মাঠে শ্রম দিও না। স্বামীকে লেখা সাবিত্রীর ব্যক্তিগত চিঠিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এগুলি শুধু চিঠি নয়, সাহিত্যমূল্যেও বিরল এক সম্পদ। সে সময় মহারাষ্ট্রের প্রান্তিক সমাজে মেয়েদের চিঠি লেখা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, স্বামীকে লেখা তো দূরস্থান। কুড়ি বছর সময় কালে স্বামীকে লেখা তিনটি চিঠির হদিশ পাওয়া যায়, এগুলি লেখা হয়েছিল অটুর এবং নয়গাঁও থেকে। এই সব চিঠি থেকে সমকালের নারীর যাপনচিত্র এবং অভিজ্ঞতার তথ্য পাওয়া যায়। স্বামী জ্যোতিরাওয়ের চারটি ভাষণ তথা বক্তৃতার সংকলন সম্পাদনা করেও প্রকাশ করেন সাবিত্রী।

সারাজীবন বিচিত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন সাবিত্রী। শিক্ষাদান, সদাচারণ, নেশা, ঋণ গ্রহণে বিশেষ উৎসাহ, এ ধরনের বহুবিধ বিষয়ে। ১৮৯২ সালে সাবিত্রীর নিজের বক্তৃতার এই সংকলন প্রকাশিত হয় 'Speeches of Matoshree Savitribai' শিরোনামে, বরোদার বতসল প্রেস থেকে।। একই বছর প্রকাশিত হয় ভবন কাশি সুবোধ রত্নাকর, । এটি একটি অন্যরকম গ্রন্থ। ভারতের ইতিহাস বিশেষত মারাঠা জাতির ইতিহাস এবং জ্যোতিরাওয়ের জীবন-কথা একাধিক কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। জ্যোতিরাওয়ের মৃত্যুর পর, ১৮৯১ সাল থেকে লেখা শুরু করেন। ৫২টি কবিতা দিয়ে সাজানো এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে স্বামী জ্যোতিরাওয়ের কিছু গদ্য। মারাঠী কবিতার জগতে এই বইটিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়।

১৮৯৭ সালে সারা পৃথিবী এক বিশেষ রোগের দাপটে নাজেহালহল, তার নাম বিউবোনিক প্লেগ। রোগের তৃতীয় ঢেউ ভয়ংকর ভাবে আছড়েপড়ল মহারাষ্ট্রের নালাসোপারা অঞ্চলে। মাত্র এক বছর আগে দেশে ভয়ংকর খরা দেখা দিয়েছিল আর তারপরে আবার এক বিপর্যয়। পুণা শহরে প্রতিদিন শ'য়েশ'য়ে লোক মারা যাচ্ছে। শহরে মহামারি লেগেছে। ব্রিটিশ শাসকেরা বিধান দিলেন জাতি হিসেবে সমাজের উচ্চ মার্গে অবস্থানকারী চিকিৎসকেরা সব জাতি-সম্প্রদায়ের রোগীদের চিকিৎসা করবেন। কিন্তু সমাজে উঁচু জাতের চিকিৎসকেরা শূদ্র অথবা দলিত সম্প্রদায়ের মানুষকে স্পর্শ করতে অথবা তাদের চিকিৎসা করতে রাজি হলেন না। সাবিত্রী সমাজসেবায় ব্যস্ত হলেন। স্বাভাবিক ভাবেই মহামারির সময় রোগীদের সেবার জন্য তিনি যশোবন্তকে সঙ্গী করলেন, তাকে অনুরোধ করলেন কাজ থেকে ছুটি নিয়ে আসতে। তৈরি করলেন একটি হাসপাতাল বা ক্লিনিক, পুণে শহরের বাইরে খোলামেলা জায়গায় হাডাস্পার-এ। রোগটি সংক্রামক জেনেও নিজেও খুঁজে খুঁজে মৃতপ্রায় রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। একদিন খবর পেলেন দলিত মাহার গোষ্ঠীর পান্ডুরং বাবাজি গাইকোয়াড় এর ছেলে মুন্ডাহা গ্রামের বাইরে প্লেগে আক্রান্ত হয়েছেন। শোনামাত্র সাবিত্রী ছুটলেন সেখানে। ছেলেটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে। কোথাও কোনও সাহায্য না পেয়ে, নিজেই কোলে-পিঠে করে দশ বছরের অসুস্থ বাচ্চাটিকে হাসপাতালে ফিরলেন। শিশুটি সে যাত্রা রেহাই পেল কিন্তু তিনি নিজে সেই ভয়ংকর রোগের কবলে পড়লেন। বয়স তখন মাত্র ছেষট্টি। কত কাজের স্বপ্ন সাজিয়ে রেখেছিলেন। সব অসমাপ্ত রেখে শূদ্র ঘরের বীরাঙ্গনাটি ১৮৯৭ সালের ১০ মার্চ রাতনটার সময় তাঁর পার্থিব জীবনের ছন্দ চিরকালের জন্য থামাতে বাধ্য হলেন।

নড়বড়ে হচ্ছে সংসারের বন্ধন

বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়, পরিবার দিবস পালন তেমনই একটি প্রয়াস। তবে ঘটা করে কোনো নির্দিষ্ট দিন মাস বছর নয়, বরং প্রত্যেক দিনই আসলে পরিবার দিবস। আধুনিক সময়ে এসে মাত্র দুই যুগ ধরে আন্তর্জাতিকভাবে পরিবার দিবস পালন করা হচ্ছে, তবে পরিবারের বয়স কিন্তু দুই যুগ, দুই শতাব্দী বা দুই সহস্রাব্দ নয়।

পরিবার হচ্ছে আদিম যুগের আদিম প্রতিষ্ঠান, মানবসভ্যতার মৌলিক প্রতিষ্ঠান, সৌহার্দ্য- ভালোবাসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। অস্তিত্বের প্রয়োজনে আদিম যুগে মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে বাস করার প্রবণতা ছিল, সেখান থেকেই মূলত পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি। তখন থেকেই সমাজ গঠনের বিশ্বস্ত ও মৌলিক একক হিসেবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে পরিবার।

আধুনিক যুগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জোয়ারে পারিবারিক বন্ধন ক্ষয়িষ্ণু। মানুষের পবিত্র আশ্রয়ের অদ্বিতীয় এই সংগঠনটি ভেঙে যাচ্ছে ঠুনকো কারণে, মাঝে মাঝে সভ্যতার এই আদি প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠছে সহিংসতার ভয়ংকর রণক্ষেত্র। পারিবারিক বন্ধন হাল্কা হয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে পারিবারিক অস্থিরতা ও সহিংসতা- যা নিশ্চিতভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে সংক্রমিত হচ্ছে। বলতে গেলে আজ বিশ্বব্যাপী যে অস্থিরতা, তার শিকড় প্রোথিত এই পারিবারিক অস্থিরতায়। সভ্যতার শুরুই হয়েছে যে সংগঠনটিকে কেন্দ্র করে, সেই সংগঠনের ক্রমবর্ধমান অকার্যকারিতা দেখেই হয়তো আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসের ভাবনা মাথায় এসেছে। জাতিসংঘের নির্দেশনায় প্রতি বছর ১৫ মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। পারিবারিক বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়করণ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিই এ দিবস পালনের লক্ষ্য। সমাজের মৌলিক ভিত্তিই হলো পরিবার। পরিবারেই শিশু পায় ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশনা, মূলত জীবন গড়ে ওঠে এখান থেকেই। মানুষের সর্বপ্রথম বিদ্যাপীঠও বলা হয় পরিবারকে। শিশুর মনোজগৎ প্রস্তুত হয় পরিবারে। পরিবারের ধরন, প্রথা- রীতিনীতি এসবের ওপর ভিত্তি করে শিশুর জীবন- আচরণ গড়ে ওঠে। মানবিক মূল্যবোধগুলোর চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের অন্তরকে বিকশিত করা সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গুণাবলি নিহিত রয়েছে পরিবারের মধ্যেই।

এক সময় পরিবার বলতে যৌথ পরিবারকেই বোঝাত এবং সব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই পরিবার। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পরে পরিবারের ধরন ও ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক বা নিউক্লিয়ার পরিবার ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষ এর জন্য দায়ী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও পরিবারের কাঠামো আগের মতো নেই। সময়, জীবন, জীবিকা, মানসিকতা ও মূল্যবোধের দ্বান্দ্বিক কারণে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে। মা-বাবা, ভাইবোন, দাদা-দাদি সবাই মিলে যে সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ ছিল তা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে পারিবারের ধরন ও ভূমিকায় যে পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে সামাজিক স্থিরতার বিপরীতে সামাজিক অবক্ষয়ই ঘটছে বলে-কয়ে। ভয়ংকর ব্যাপারটি হচ্ছে, উন্নত জীবনযাপন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের দোহাই দিয়ে এই অবক্ষয়কে আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতির স্বীকৃতি দিয়েছি। একান্নবর্তী পরিবারের বদলে এখন ফ্ল্যাটভিত্তিক পরিবারের বিকাশ ঘটেছে। এই ছোট ফ্ল্যাটে পরিবার হয়ে আসছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। আত্মীয়দের মধ্যে আত্মায় আত্মায় টানাপড়েনে সামাজিক সম্পর্ক এখানে প্রায় ছিন্নভিন্ন। এমনকি ধরেই নেওয়া হয় এসব একক পরিবারে আত্মীয়ের আগমন অহেতুক বিড়ম্বনা। বাবা- মায়েরও স্থান হয় না এসব ফ্ল্যাট পরিবারে। আগে যেসব কাজকে পারিবারিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো, এখন তা পরিবারের বাইরেই হয়। কারো অসুখ হলে পারিবারিক সেবার চেয়ে হাসপাতালকে প্রাধান্য, শিশুদের লালন- পালন করতে মাতৃক্রোড়ের চেয়ে চাইল্ডকেয়ার সেন্টারকে প্রাধান্য, বৃদ্ধদের পারিবারিক যত্নআত্তি করার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমকেই প্রাধান্য- এসব আধুনিক পরিবারের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এগুলোই নাকি আধুনিক সমাজের স্মার্টনেস! উপার্জনক্ষম সদস্যকে পারিবারিক বন্ধনের বাইরে রাখার প্রবণতা বিপজ্জনক হারে বাড়ছে। শিশু আর বৃদ্ধরা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বলেই পারিবারিক পরিধির বাইরে চাইল্ডকেয়ার সেন্টার ও বৃদ্ধাশ্রমে তাদের সময় কাটছে। পুঁজিবাদী ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে ব্যস্ত করে তুলছে এই অজুহাতে যদি আমরা পারিবার ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু ধারাকে গ্রহণ করি, তাহলে মানুষ আর হিংস্র প্রাণির মধ্যে পার্থক্য অচিরেই ওঠে যাবে।

বাংলাদেশের পারিবারিক সহিংসতার নতুন ধারার যে চিত্র, তা অত্যন্ত আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সময়ের পত্রিকার পাতাগুলো পারিবারিক হিংস্রতার ভয়ংকর সব খবরে ভরা। ৩০ বছর ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংসার করে আসা স্বামী বা স্ত্রী পরকীয়ার কারণে খুন, জন্মদাতা পিতা কর্তৃক মেয়ে ধর্ষিত, পরকীয়ার কারণে নিজ সন্তানকে হত্যা, নিজ স্বার্থ হাসিলে এবং অন্যকে ফাঁসাতে আপন সন্তানকেই হত্যা, মাদকাসক্ত বা সম্পত্তির লোভে সন্তান কর্তৃক পিতামাতা হত্যা- এসব ঘটনা এখন প্রতিদিনই ঘটছে। এসব হত্যাকান্ডের ধরনগুলোও ভয়ংকর রকমের আধুনিক! সমাজ থেকে দয়া, মায়া, মানবিকতা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে; সেখানে স্থান করে নিচ্ছে অসহিষ্ণুতা, অসভ্যতা, সহিংসতা ও নৃশংসতা। সামান্য কারণকে কেন্দ্র করে ভয়ংকর সব নিষ্ঠুরতা চলছে পরিবারের মধ্যেই। যে পরিবারকে নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন- নিরাপদ আশ্রয়, এখন সেই পরিবারই হয়ে উঠছে সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ জঙ্গল হিসেবে, অনেক ক্ষেত্রে যেন গুয়ানতানামো কারাগার! বিশ্বায়ন প্রপঞ্চের কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান সংসার ভাঙার বিষবাষ্প নিয়ে আমাদের দেশে জমজমাট ব্যবসাও করছে। কিছু ভিনদেশি টিভি চ্যানেল আমাদের এখানে অপসংস্কৃতির শিকড় এমনভাবে গেড়ে বসেছে, যেন এরা নৃশংসতা সৃষ্টির স্থায়ী পাঠশালা। এসব টিভি চ্যানেল পারিবারিক কূটজাল বিস্তারের এক গুরুতর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে পরিবারের আকার -প্রকার- কাঠামো নির্ধারণে রয়েছে পুরো একটি মন্ত্রণালয়, সহিংসতা রোধে রয়েছে পারিবারিক সহিংসতা আইন, রয়েছে বিভিন্ন সুরক্ষা বিধিমালা, পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে পারিবারিক আদালত, তবু এসবের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও পরিবার নামক পবিত্র আশ্রয়কে পবিত্র রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে বলে মনে হয় না। পরিবার থেকে কোনো সন্তান যদি "কোয়ালিটি টাইম" না পায়, তবে যত শক্ত আইন-কানুনই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তা পারিবারিক সৌহার্দ্য নিশ্চিত করতে পারবে না। পারস্পরিক সময় না বের করতে পারলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য তৈরি হবে না। পরিবার নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা প্রথমেই যে কথাটি বলেন, তা হচ্ছে- "পরিবার সভ্যতার আদি বিদ্যাপীঠ"। তা-ই যদি হয়, তাহলে এই আদি বিদ্যাপীঠকেই কার্যকর এবং এখান থেকেই মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে আশা করা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। পরিবারের গুরুজনকে পরিবারের মধ্যেই রাখতে হবে, না হলে পরিবারের নবীন সদস্যরা ঐতিহ্যজ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত হবে। পরিবার মানুষের পবিত্র আশ্রয়, মানবসভ্যতা টিকিয়ে রাখতে হলে এই আশ্রয়ের পবিত্রতা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের ব্যক্তিগত ঠিকানা যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে তার বৈশ্বিক ঠিকানা নিশ্চিতভাবেই অনিরাপদ হয়ে উঠবে। তাই নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজনে পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সব স্তরেই সংশ্লিষ্ট সবাইর নিজ নিজ দায়িত্ব পালন জরুরি। তবে পরিবারকে উপেক্ষা করে সমাজের অন্য কোনো মাধ্যমকে যদি প্রাথমিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করা হয়, তাহলে তা হবে গাছের গোড়া কেটে ডগায় পানি দেওয়ার নামান্তর। এই অপকর্মটি এখন শহরজুড়ে চলছে, ক্রমেই গ্রামে বিস্তৃত হচ্ছে। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, পারিবারিক ভালোবাসার পরিধি একেবারেই ভেঙেচুরে গেছে, মূল আশঙ্কাটি হলো ভালোবাসার এই পরিধি ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে এবং সেই সংকোচনের জায়গাটি নৃশংসতা দ্বারা মহাসমারোহে দখল হচ্ছে।

আগেই বলছি, পরিবার শুধু একটি দিবসের ব্যাপার নয়, পরিবার চিরকালের, চিরপবিত্রতার, চির ভালোবাসার। শুধু দিবস পালন করে পরিবারকে সুখী বা শান্তিময় করা সম্ভব নয়। তবে একটি সুন্দর পরিবার, সুখী পরিবারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। কারণ পরিবার অস্থির হলে অস্থির হয়ে পড়বে পুরো বিশ্ব। পবিত্রতার বন্ধন, মূল্যবোধের বন্ধন, ভালোবাসার বন্ধন, সৌহার্দ্যের বন্ধন, সততার বন্ধন, মানবিক বন্ধন- এ সবই পারিবারিক বন্ধনের বিস্তৃত রূপ। আবার বৈশ্বিক নিষ্ঠুরতা, বৈশ্বিক নৃশংসতা, বৈশ্বিক কপটতা পারিবারিক অচলতার বিস্তৃত রূপ। সুতরাং, শান্তিময় পৃথিবীর আশা করলে পরিবারের ভালোবাসা ও মমতার বন্ধনে বেঁচে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হবে অনেক কিছুর; পরিবারেরও। তবে সেই পরিবর্তন যেন মনুষ্যত্বকে নষ্ট না করে। একেকটি পরিবার যেন না হয় সহিংসতার গোলাবারুদ, একেকটি পরিবার যেন না হয় গুয়ানতানামো কারাগার। পরিবার যেন হয় সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার পবিত্র নীড়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতীয় গ্রামীণ ডাক কর্মচারী সংঘের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত, একাধিক দাবি সনদ গৃহীত

রেলপথে অবৈধ সুপারি আটককে ঘিরে চুরাইবাড়িতে নাটক, ঘুষের বিনিময়ে ছাড়া পেল ধৃতরা, প্রশ্নের মুখে বিতর্কিত দারোগা

চুরাইবাড়ি, ২৫ জানুয়ারি: নরেলপথে অবৈধভাবে সুপারি পাচারের অভিযোগকে ঘিরে উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি এলাকায় ফের চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগের তির চুরাইবাড়ি থানার বিতর্কিত এসআই প্রদীপ বর্মনের দিকে। অভিযোগ, অবৈধ সুপারি আটক দেখিয়ে প্রহসনমূলক নাটক মঞ্চস্থ করে শেষ পর্যন্ত কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে ধৃত দুই যুবককে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটে গতকাল, বৃহস্পতিবার বিকেলে। জানা যায়, করিমগঞ্জ থেকে আগরতলাগামী একটি ডেমো ট্রেনে করে নিলামবাজার এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ সুপারি তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, সুপারিগুলোর কোনও বৈধ নথিপত্র ছিল না। এমন খবর পেয়ে চুরাইবাড়ি থানার পক্ষ থেকে তৎপরতা দেখানো হয়।

অভিযোগ, থানার 'তুল্লা ভাণ্ডারের ক্যাশিয়ার' নামে পরিচিত এসআই প্রদীপ বর্মন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেন থেকে মাত্র দশ বস্তা সুপারি আটক করেন। এখান থেকেই শুরু হয় ঘটনার প্রথম পর্ব। অভিযোগ রয়েছে, সাংবাদিকদের উপস্থিতির আগেই তিনি দশ হাজার টাকার বিনিময়ে সুপারি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তবে সংবাদকর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকায় সেই চেষ্টা তখনই ভেস্তে যায়।

পরবর্তীতে সুপারিগুলো চুরাইবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হলেও অভিযোগ, সেখানেও অর্থের বিনিময়ে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে সুপারিগুলো সিজ করা হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এসআই প্রদীপ বর্মন জানান, সুপারি সহ আটক দুই ব্যক্তিকে পরদিন আদালতে পাঠানো হবে। তিনি আরও দাবি করেন, ধৃতরা সুপারির মালিক নন এবং 'সন্দেহজনকভাবে' তাদের আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, গোটা বিষয়টি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার ও রেলের ঊর্ধতন আধিকারিকদের জানানো হয়েছে এবং তিনি সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া মেনেই কাজ করবেন।

তবে এসআই প্রদীপ বর্মনের এই বক্তব্যকে কার্যত মিথ্যা প্রমাণ করে ধৃত দুই যুবকশাজাহান আহমেদ ও মাছুম আহমেদ। তারা প্রকাশ্যে জানান, সুপারির প্রকৃত মালিক তারাই এবং সেগুলো নিয়ে তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, ওই রাতেই কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এমনকি কয়েক দিনের মধ্যে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে সিজ করা সুপারিগুলোও ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে চুরাইবাড়ি থানার ভূমিকা ও অভিযুক্ত দারোগার বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জোরালো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিলোনিয়ায় একই জঙ্গলে পরপর দুই মৃতদেহ উদ্ধার, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ জানুয়ারি: বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা বাগান টিলা এলাকায় শুক্রবার গভীর জঙ্গলের লেইকের জল থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার সকালে একই এলাকার লেইকের পাশ থেকে পুলিশ আরেকটি অজ্ঞাত মৃতদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম মৃতদেহ পুরুষ এবং দ্বিতীয় মৃতদেহ সম্ভবত মহিলা। পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মৃতদেহ দুটির পরিচয় জানার পাশাপাশি মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বাগান টিলা এলাকা সিল করা হয়েছে।

খবর পেয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেছে। পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীও ঘটনার তদন্তে তৎপর। প্রথম মৃতদেহ উদ্ধারকালে স্থানীয়দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এরপর মৃতদেহটি মর্গে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। শুক্রবার ও শনিবার উদ্ধারকৃত মৃতদেহ দুটির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, একই স্থানে পরপর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা তাদের জন্য উদ্বেগজনক এবং দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শনাক্ত করার দাবি করেছেন।

খোয়াইয়ে দুই সন্তান রেখে নিখোঁজ ৩১ বছরের গৃহবধূ, পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সন্দেহ পরিবারের

খোয়াই, ২৫ জানুয়ারি: খোয়াই জেলার রামচন্দ্র ঘাট থানাধীন নারায়ণ চৌমুহনী এলাকায় দুই সন্তান রেখে নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক ৩১ বছরের গৃহবধূ। নিখোঁজ মহিলার নাম খোদেজা বেগম, স্বামী জালাল উদ্দিন। পরিবার সূত্রে অভিযোগ, ওই গৃহবধূ পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেছেন।

জানা গেছে, গত ১৯ জানুয়ারি দুপুর নাগাদ চেবরি এলাকায় একটি পারিবারিক কাজে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন খোদেজা বেগম। অভিযোগ, বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তিনি প্রায় ১২ লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ অর্থ সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। একাধিকবার ফোন করার চেষ্টা করা হলেও ফোন সুইচ অফ পাওয়া যায়।

পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি চালিয়েও তার কোনও সন্ধান না পেয়ে ওই দিনই সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা নাগাদ খোয়াই মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন।

এদিকে, আজ দুপুর প্রায় একটার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিবারের গৃহকর্তা রকমত মিয়া দাবি করেন, তাদের পরিবারের গৃহবধূ পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেছেন এবং এই বিষয়ে তাদের কাছে কিছু প্রমাণও রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল।

নিখোঁজ গৃহবধূর দুই সন্তান রয়েছেএকজন চার বছরের এবং অন্যজন ১২ বছরের ছেলে। মায়ের নিখোঁজ হওয়ায় দুই শিশুকে নিয়ে গভীর উদ্বেগে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। সন্তানরা মাকে না পেয়ে বাড়িতে কান্নাকাটি করছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

পরিবারের অভিযোগ, খোয়াই মহিলা থানায় ঘটনার কথা জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত তদন্ত কতদূর এগিয়েছে সে বিষয়ে পুলিশের কাছ থেকে স্পষ্ট কোনও তথ্য তারা পাচ্ছেন না। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহিলা থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে, এ বিষয়ে খোয়াই মহিলা থানার পুলিশের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট শনি মন্দিরে হামলা: দেবমূর্তির ভাঙচুরে এলাকায় চাঞ্চল্য

তেলিয়ামুড়া, ২৫ জানুয়ারি: তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটে মেথিরাই রিয়াং বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন শনি মন্দিরে শুক্রবার গভীর রাতে অজ্ঞাত দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হামলাকারীরা শনি দেবের মূর্তির হাত ও আঙ্গুল ভেঙে দিয়েছেন।

শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মন্দিরে এসে ভাঙা মূর্তি দেখে চরম ক্ষোভে ফেটে পড়েন। খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলা, যার পেছনে থাকতে পারে সাম্প্রদায়িক উসকানি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার উদ্দেশ্যেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তবে কে বা কারা হামলাটি সংঘটিত করেছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ঘটনার পর থেকেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরএসএস ও বজরং দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে দাবি করেছেন, দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি এবং ধর্মীয় স্থানে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। স্থানীয়দের বক্তব্য, ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত শুধুমাত্র মূর্তি ভাঙার মাধ্যমে নয়, এটি মানুষের আত্মিক অনুভূতির উপর আঘাতও সৃষ্টি করে। তাই প্রশাসনের নীরবতা নয়, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং জনআস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক।

বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলে আয়োজিত বিদ্যা দিবস, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ব্যাপক উপস্থিতি

চড়িলাম, প্রতিনিধি, ২৫ জানুয়ারি : বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলে যথাযোগ্য ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিদ্যা দিবস পালিত হয়েছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং আনন্দমার্গ মিশনের ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং আনন্দমূর্তির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে প্রভাত সঙ্গীত, 'বাবা নাম কেবলম' কীর্তন, সাধনা ও অধ্যায় পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র পরিবেশ ছিল ভক্তি, নিষ্ঠা ও ভাবপূর্ণতায় পরিপূর্ণ।

পরবর্তী পর্বে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ একযোগে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। এই সম্মিলিত পুষ্পাঞ্জলি বিদ্যা ও চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার ভুক্তি প্রধান ও বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের চেয়ারম্যান শ্রী ননী গোপাল দেবনাথ। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার পরিবর্তে বিদ্যা দিবস পালন করা হয়। পৌরাণিক শাস্ত্র অনুযায়ীও মূর্তি পূজা অধম স্তরের সাধনা, আর ধ্যান ও সদ্ভাবনা সর্বোচ্চ স্তরের সাধনা। তিনি বেদের একটি শ্লোক "উত্তম ব্রহ্ম সদ্ভাব পাঠ করেন এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীভূমি মিউজিক্যাল ব্যান্ডের শিল্পীরা। তাদের পরিবেশনা উপস্থিত সকলের মধ্যে আনন্দ ও ভাবাবেশ সৃষ্টি করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ, ভাবগভীর ও শিক্ষামূলক। বিদ্যা, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার সমন্বয়ে এই বিদ্যা দিবস পালন সকলের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলিকে মানবসেবায় এগিয়ে আসতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলিকে আরও বেশি করে মানবসেবায় এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে ক্লাব এবং সামাজিক সংস্থাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজ নাগেরজলার মডার্ন ক্লাবের নবনির্মিত ত্রিতল ভবন, জিম, দিলীপ স্মৃতি পাঠাগার ও রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বেচ্ছায় রক্তদানে রাজ্যে ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। রক্তদানের পাশাপাশি অঙ্গ দানেও ক্লাবগুলি এগিয়ে এলে সমাজ উপকৃত হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ক্লাব সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে। যুব সমাজকে ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলিতে বেশি করে যুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, সমাজ সেবায় ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলি একটা বড় প্ল্যাটফর্ম। সুস্থ সমাজ ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে এই প্ল্যাটফর্ম উল্লখযোগ্য ভূমিকা নিতে সক্ষম। যুব সমাজ এই কাজে যত বেশি এগিয়ে আসবে ততই আমাদের সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা অনুসারে বিকশিত ভারত গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মডার্ন ক্লাবের উদ্যোগে স্বচ্ছ ওয়ার্ড হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের ৩৩, ৩৯ ও ৪৬ নং ওয়ার্ড প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

সারা ভারত কৃষিশ্রমিক ইউনিয়নের সভায় কেন্দ্রীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে অধিকারহীনতা ও অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে আলোচনা

আগরতলা, ২৫জানুয়ারি : শনিবার আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো সারা ভারত কৃষিশ্রমিক ইউনিয়নের হল সভা। এই সভার মূল বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে শ্রমিকদের অধিকারহীনতা ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষিশ্রমিক ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভাপতি কে বিজয় রাঘবন, সর্বভারতীয় সম্পাদক বি ভেঙ্কট, সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কে কমল কুমারী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পাদক ভানু লাল সাহা।

হল সভায় ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক এবং ইউনিয়নের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিতরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সমস্যাসমূহ, অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও বেতন বিষয়ক দাবি নিয়ে গভীর আলোচনা করেন।

সভায় বক্তারা শীর্ষ নেতৃত্বকে অনুরোধ করেন, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে শ্রমিকদের দাবি পৌঁছানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হোক। এছাড়াও উপস্থিতরা কৃষিশ্রমিকদের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

কংগ্রেস ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো জননায়ক কার্পুরি ঠাকুরের জন্মদিবস

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : শনিবার প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে কংগ্রেস ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো জননায়ক কার্পুরি ঠাকুরের জন্মদিবস। এই উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কার্পুরি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, কংগ্রেস ওবিসি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথসহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

উল্লেখ্য, কার্পুরি ঠাকুর ১৯২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি বিহারের সমষ্টিপুর জেলার বর্তমান কর্পুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও একজন বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক নেতা, যিনি 'জননায়ক' নামে পরিচিত। তিনি ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭৭-৭৯ সালে দুই দফায় বিহারের ১১তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৮ সালে তিনি বিহারে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি ও নারীদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ মডেল চালু করে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা পরবর্তীতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের উন্নয়নে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয়।

সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কার্পুরি ঠাকুরকে মরণোত্তর দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' প্রদান করা হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস ও নেতাজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মর্ডান ক্লাবের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে শহর দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মর্ডান ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সহ একাধিক সামাজিক অনুষ্ঠান। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার মর্ডান ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এক রক্তদান শিবির। স্থানীয় যুবক-যুবতীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে রক্তদান শিবিরটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহার হাত ধরে উদ্বোধন হয় নবনির্মিত ক্লাবগৃহ, জিম ও পাঠাগারের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, প্রসেনজিৎ লোধসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গোটা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মর্ডান ক্লাবের সভাপতি সজল চক্রবর্তী।

মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ মন্ত্রী কিশোর বর্মনের

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: আজ পবিত্র সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন। এই শুভ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আধিকারিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি পূজা ও অর্চনায় অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যে একাধিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও স্বশরীরে মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পূজা অর্চনা করাএই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকাঠামো, একাডেমিক মান ও সার্বিক উন্নয়নের প্রতি মাননীয় মন্ত্রীর গভীর আন্তরিকতারই প্রতিফলন।

এই উপলক্ষে মাননীয় মন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জ্ঞানই জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। বর্তমান রাজ্য সরকার উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবনের পরিবেশ তৈরিতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পূজা শেষে মাননীয় মন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেন।

সাব্রুম কলেজে বাল্যবিবাহ রোধে অভিনব কর্মসূচি

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের বানী বন্দনার আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের পাশাপাশি জাতীয় সেবা প্রকল্পে(এনএসএস)-এর উদ্যোগে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের সহযোগিতায় 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' ভারত সরকারের সামাজিক প্রচার অভিযানের লক্ষ্যে এক বিশেষ উদ্যোগ নেয়। লক্ষ্য কন্যা ভ্রূণ হত্যা রোধ করে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং কন্যা শিশুর লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি করা।

এটি নারী ও শিশু উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়, যা কন্যা সন্তানের সুরক্ষা, শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। আমাদের মন্ত্র হওয়া উচিৎ 'বেটা বেটি, এক সম্মান'। মেয়েদের সুরক্ষা, শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের জন্য বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন; মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া, যা বাল্যবিবাহের মূল কারণগুলো (যেমন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সামাজিক প্রথা) দূর করতে সাহায্য করে, কারণ শিক্ষিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত মেয়েরা দেরিতে বিয়ে করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

পাশাপাশি, বাল্যবিবাহের কুফল প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা লিফলেট বিলিসহ বর্তমান সমাজের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে। তার জন্য দায়িত্ব নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন ও সচেতন হওয়ার আবেদন করে। সচেতনতার লক্ষ্যে কলেজ মাঠে এক সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রয়াসকে উপস্থিত অতিথিরা সাধুবাদ জানান।

গৃহবধূর ওপর ভাসুরের নৃশংস হামলা, শাবল ও লোহার রডের আঘাতে গুরুতর জখম এক মহিলা

শান্তিরবাজার, ২৫ জানুয়ারি: শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কালীবাজার এলাকায় শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর পারিবারিক হিংসার ঘটনা। অভিযোগ, নন্দিতা মজুমদার নামে এক গৃহবধূকে তাঁরই ভাসুর দিলীপ মজুমদার শাবল ও লোহার রড দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুর আনুমানিক ১টা নাগাদ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দিলীপ মজুমদার লোহার রড ও শাবল হাতে নন্দিতা মজুমদারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। গুরুতরভাবে আহত হন নন্দিতা দেবী।

ঘটনার সময় নন্দিতা মজুমদারের মায়ের চিৎকারে ছুটে আসেন তাঁর ছেলে শুভম মজুমদার। তিনি জানান, ওই সময় তিনি বাড়িতে উপস্থিত না থাকলে বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারত। শুভমের অভিযোগ, কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়াই দিলীপ মজুমদার এই হামলা চালিয়েছেন। আহত অবস্থায় নন্দিতা মজুমদারকে দ্রুত শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হলেও বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালীবাজার এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অতি শীঘ্রই তারা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ঘটনার পর গোটা এলাকায় থমথমে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, এই গুরুতর পারিবারিক হিংসার ঘটনায় প্রশাসন অভিযুক্ত দিলীপ মজুমদারের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

চড়িলাম ছেচড়িমাই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের কাজ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: চড়িলাম ছেচড়িমাই পঞ্চায়েতের দুইটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের কাজ নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় জমিদাতার সন্তান অভিযোগ করেছেন, সেন্টারের কাজের সময় সরকারি অর্থের দুর্নীতি হয়েছে।

বিশালগড় আইসিডিএস সুপারভাইজার রুবেল দেববর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ, চেছুড়িমাই গ্রামের কামরাজ কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার এবং চেছুড়িমাই আর এস ভি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে জল সংরক্ষণের নামে দুটি পাইপ স্থাপন করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, জল সংরক্ষণের নামে এই ধরনের লুটপাট গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারের অর্থ, যা শিশু ও মাতাদের কল্যাণে ব্যয় হওয়ার কথা, তা অনিয়মের মাধ্যমে অপব্যবহার করা হয়েছে।

PNIT NO:- 03/V/EE/PMGSY/DIVN/AGT/2025-26
On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, PMGSY Division No-I, Agartala, West Tripura invites tender from eligible bidders/owners of vehicle up to 3:00 p.m. on 31-01-2026 for hiring of 3 (Three) No. vehicle (Mahindra Bolero Neo-Top Model) bearing commercial registration for office use PWD(PMGSY). For details please visit O/o The Executive Engineer, PMGSY Division Agartala, Agartala, West Tripura. Any subsequent corrigendum will be available in the office notice board.
ICA/C/3981/26
Executive Engineer PMGSY Division No-i, Agartala Agartala, West Tripura

PNIT NO: e-PT-58/W/EE/RDAD/2025-26 Dt. 21/01/2026
The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites e-tender (two bid) in PWD Form No.8 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 29/01/2026 for 1(one) no work of 'Preparation of Detailed Project Reports (DPRs) as per Latest Guidelines of PMGSY etc. for Rural Road Projects (Including Culverts/Cross drainage Structures/Side Wall/Side Drain etc. as applicable) for the unconnected Habitation under R.D Agartala Division, West District, Tripura'. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Digitally signed by
ICA/C/3973/26
'Executive Engineer RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala

PNIe-T NO:-69/EE-1/2025-26, Dated 20/01/2026
The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 30-01-2026 for 01 (One) no. Construction / Maintenance works. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7005317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/3979/26
EXECUTIVE ENGINEER AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

১২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে আজ সিপিএমের এক সভা আয়োজিত হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কোন জামাতে স্লিম দেখাবে ?

ডার্ক বা গাঢ় রঙের পোশাক - ডার্ক শেড যেমন: কালো, নেভি ব্লু, ডার্ক গ্রে এই রং গুলো আলোতে কম প্রতিফলিত হয়ে শরীরকে পুরোটা একধরনের টোনে দেখায়, ফলে সিলুয়েট স্লিম মনে হয়। মনোক্রোম (এক রঙের আউটফিট)- যখন টপ থেকে বটম পর্যন্ত একই রঙ বা একই রঙের শেডে সাজবেন, তখন শরীরের বিভাজন কম চোখে পরে।আর তার ফলে শুধু রোগা নয় আপনাকে লম্বাও দেখাবে।

ফ্যাশন শুধু ট্রেন্ড নয়, স্মার্ট নির্বাচনও। কখনও কোনও পোশাক পরে মোটা লাগে আবার কোনও পোশাকে রোগা। ওজন রয়েছে একই অথচ জামার স্টাইলেই বদলে যায় চেহারা। জানেন, কিভাবে পোশাক বদলে দিতে পারে আপনার চেহারা? পোশাকের কাট, রং আর ডিজাইন শরীরকে স্লিম বা মোটা দেখাতে পারে। তাহলে কোন জামাতে আপনাকে স্লিম দেখায়? আর কোন পোশাকে মোটা? জেনে নিন ফ্যাশন এক্সপার্টদের মত।

ডার্ক বা গাঢ় রঙের পোশাক — ডার্ক শেড যেমন: কালো, নেভি ব্লু, ডার্ক গ্রে এই রং গুলো আলোতে কম প্রতিফলিত হয়ে শরীরকে পুরোটা একধরনের টোনে দেখায়, ফলে স্লিম মনে হয়।

মনোক্রোম (এক রঙের আউটফিট)- যখন টপ থেকে বটম পর্যন্ত একই রঙ বা একই রঙের শেডে সাজবেন, তখন শরীরের বিভাজন কম চোখে পরে।আর তার ফলে শুধু রোগা নয় আপনাকে লম্বাও দেখাবে। High Waisted bottom HighWaisted প্যান্ট বা স্কার্ট পেটকে চেপে রাখে ফলে শরীরের নীচের অংশকে লম্বা দেখায়, আর ভিজ্যুয়ালি স্লিম লাইন তৈরি করে।

ভার্টিক্যাল লাইনের ডিজাইন- স্ট্রাইপ বা কাট যদি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দেহের লাইন বরাবর থাকে তাহলে শরীর লম্বা এবং রোগা লাগে।

কোন কোন জামা পড়লে আপনাকে মোটা লাগবে?

ভারি মোটা ফেব্রিক- যেমন ভারী উল, কোর্ডরয় বা ভেলভেটএসব কাপড় দেহে ভলিউম যোগ করে এবং 'বাল্কি' লুক দেয়. খুব ঢিলা বা খুব টাইট পোশাক- যদি জামা খুব বেশি ঢিলা হয়, তাহলে শরীরের প্রকৃত লাইন ঢাকা পড়ে যায়। আর অনেক বেশি টাইট হলে সেটা পেটে বা শরীরের জায়গায় চাপ সৃষ্টি করেযা ভিজ্যুয়ালি ভারী দেখায়। হরাইজন্টাল স্ট্রাইপ বা বড় প্রিন্ট- হরাইজন্টাল স্ট্রাইপের জামা পড়লে শরীর চওড়া দেখায়। তবে শরীরের প্রোপোরশন বুঝে স্টাইল করা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ফ্যাশন স্টাইলিস্ট Susannah Constantine, জানিয়েছেন "ব্যক্তির সিলুয়েটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে মনোক্রোম বা একই টোনে সাজা সবচেয়ে কার্যকর। একই রঙে সাজালে শরীরের লাইন লম্বা মনে হয়ফলশ্রুতিতে ফিগার স্লিম দেখায়।"

স্টাইলিস্ট আরিনা মুখোপাধ্যায়ের মতে "ড্রেসিংয়ের মাধ্যমে আপনি দেহের ভিজ্যুয়াল লাইন পাল্টাতে পারেনপুরোটা ওজনের ওপর নির্ভর করে না। স্লিম লুক পেতে চাইলে রঙ, কাট ও ফিটিংএসব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নিন।"

যদি নিজেকে রোগা দেখাতে চান তাহলে কিছু টিপস অবশ্যই ফলো করতে হবে। জামা যদি আপনার সঠিক মাপের হয়, সে নিজেই একটি স্ট্রাকচার তৈরি করে। তাই জমা খুব বেশি টাইট বা ঢিলা বানাবেন না। অতিরিক্ত লেয়ারিং শরীরকে ভারী দেখাতে পারেসুতরাং পাতলা লেয়ার নির্বাচন করুন। ভি-নেক বা লং লাইনের জামা পড়লে রোগা লাগতে পারে।

দুধের চেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম পাবেন এই পাঁচ খাবারে

দেহের চাহিদা মেটাতে আপনাকে রোজ নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতেই হবে। আর সেটার জন্য কেবল এক গ্লাস দুধ যথেষ্ট নয়। রোজ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য কতটা ক্যালসিয়াম প্রয়োজন, তার একটা গড়পড়তা হিসাব করা যেতে পারে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির রোজ ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। এক গ্লাস দুধ থেকে কেবল ৩০০ মিলিগ্রামের মতো ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। রোজকার প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের বাকি অংশ পাওয়ার জন্য তাঁকে ক্যালসিয়ামের এমন উৎস খুঁজতেই হবে, যা থেকে বেশ খানিকটা ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি থাকলে খাবারের ক্যালসিয়াম আপনার দেহে শোষণ হবে না। তাই রোদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই হবে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিয়মিত সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা নিরাপদ না-ও হতে পারে।

টকদই- টকদই থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম বা তার বেশি এক কাপ টকদই থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম বা তার বেশি ক্যালসিয়াম পেতে পারেন। নানাভাবেই টকদই খেতে পারেন। যেমন ফলমূল বা কাঁচা সবজির সঙ্গে টকদই দিয়ে সহজেই স্বাস্থ্যকর স্ন্যাক্স তৈরি করতে পারেন।

কাঁটাসহ ছোট মাছ- কাঁটাসহ ছোট মাছে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে, তবে সব মাছেই ক্যালসিয়ামের পরিমাণ এক নয়। মলা, কাচকি, চেলা মাছ প্রভৃতি ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস। ১০০ গ্রাম পরিমাণ ছোট মাছ যদি কাঁটাসহ খাওয়া হয়, তাহলে আপনি তা থেকেও ৩০০ মিলিগ্রাম বা তার বেশি ক্যালসিয়াম পেতে পারেন।

টোফু- টোফু খুব একটা প্রচলিত খাবার নয়, তবে শক্ত ধরনের টোফু ক্যালসিয়ামের দারুণ উৎস। এক কাপ টোফু থেকে আপনি যে ক্যালসিয়াম পাবেন, তা নিঃসন্দেহেই দুধের চেয়ে বেশি। উদ্ভিজ্জ উৎস সয়াবিন থেকে তৈরি হয় টোফু। তাই ভেগান অর্থাৎ যাঁরা কোনো প্রাণীজ পণ্য গ্রহণ করেন না, তাঁরাও এই খাবার গ্রহণ করেন।

পারমিজান পনির- শক্ত ধরনের যেকোনো পনির এক কাপ পরিমাণে গ্রহণ করলে দুধের সমান বা দুধের চেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম পাবেন আপনি। তবে পারমিজান পনিরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে শিশুদের জন্য এ ধরনের পনির দিয়ে তৈরি করা সুস্বাদু খাবার ক্যালসিয়ামের চমৎকার এক উৎস হতে পারে।

উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে পাওয়া দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অনেক কম থাকে। তবে কৃত্রিমভাবে এ ধরনের দুধে ক্যালসিয়াম যোগ করা হলে (ক্যালসিয়াম ফর্টিফায়েড দুধ) তা থেকে ক্যালসিয়ামের চাহিদা অনেকটাই পূরণ হয়। এক গ্লাস গরুর দুধের কাছাকাছি পরিমাণ ক্যালসিয়াম পাবেন এক কাপ ফর্টিফায়েড দুধ থেকে। অন্যান্য উৎস- অন্যান্য উৎস থেকেও আপনি কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম পাবেন। কাঠবাদাম, চিয়া সিড, সয়া, শিম, ডাল, বাঁধাকপি এমন কিছু খাবার। সব ধরনের উৎস মিলিয়েই আপনি রোজকার ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

একা থাকতে ভাল লাগে? কঠিন রোগ? চিকিৎসক বলছেন

মনোবিদরা জানাচ্ছেন, একা থাকতে ভালো লাগা সবসময় মানসিক সমস্যা নয়। সাইকোলজিস্ট ড: শ্রীনিবাস দত্তের মতে ইন্ট্রোভার্ট বা অন্তর্মুখী ব্যক্তিদের জন্য একা থাকা মানেই শক্তি সঞ্চয় ও মানসিক ভাবে নিজেকে তৈরী করা। তিনি আরও বলেন, "যদি একা থাকতে ভালো লাগার সঙ্গে হতাশা, উদ্বেগ বা সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণে সমস্যা না থাকে, তবে এটি স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর।"

আজকাল অনেকেই একা থাকতে পছন্দ করেন। কেউ ফোনে কম কথা বলেন, কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় কম সময় দেন, আবার কেউ পুরোপুরি বাড়িতে একা থাকতে ভালবাসেন। পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে চান না। নিজের জগতে নিজের মত থাকতে চান। নিজের মতে চলতেই ভালবাসেন। কাছের মানুষের একা থাকা নিয়ে অনেকেই বেশ চিন্তায় থাকেন, অনেকের মনেই এই নিয়ে প্রশ্ন আসে, এটা কি মানসিক সমস্যার লক্ষণ না স্বাভাবিক? কী বলছেন মনোবিদরা? মনোবিদরা জানাচ্ছেন, একা থাকতে ভাল লাগা সবসময় মানসিক সমস্যা নয়। সাইকোলজিস্ট ড: শ্রীনিবাস দত্তের মতে "ইন্ট্রোভার্ট বা অন্তর্মুখী ব্যক্তিদের জন্য একা থাকা মানেই শক্তি সঞ্চয় ও মানসিক ভাবে নিজেকে তৈরি করা। তিনি আরও বলেন, "যদি একা থাকতে ভাল লাগার সঙ্গে হতাশা, উদ্বেগ বা সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণে সমস্যা না থাকে, তবে এটি স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর।"

গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে একা থাকার সময়ে মানুষ নতুন চিন্তা ও সৃজনশীল কাজ করতে বেশি মনোযোগী হতে পারেন। একা থাকা মানসিক শান্তি দেয় এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। তবে, একা থাকতে ভাল লাগা যদি সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বা মানসিক বিষন্নতা তৈরি করে তাহলে সমস্যা দেখা যায়।

মনোবিদদের মতে নিজের সমস্যা নিজে বিবেচনা করে দেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিজের মানসিক চাহিদা বুঝে চলা উচিৎ এবং প্রয়োজনে বন্ধু বা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে। আপনার একা থাকতে ভাল লাগা স্বাভাবিক কিনা কীভাবে বুঝবেন? জানার জন্য কিছু প্রশ্ন করতে হবে নিজেকে একা থাকতে ভালো লাগা কি শুধুই স্বাচ্ছন্দ্যজনিত? দৈনন্দিন কাজ ও সম্পর্ক ঠিকঠাক চলছে কি না? দীর্ঘদিন ধরে বিষন্নতা আছে কি না? নিজের কাছে নিজে সঠিক উত্তর না পেলে মনোবিদের সাহায্য নিন।

তেল নয় দুধ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু বিরিয়ানি

আট থেকে আশি সবাই বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসেন। এটি মূলত মুঘল ঘরানার খাবার হলেও, এখন গোটা দেশেই বেশ জনপ্রিয়। কারুর পছন্দ সবজি বিরিয়ানি, আবার কেউ ভালোবাসেন চিকেন বা মাটন বিরিয়ানি। তবে যে ভাবেই রান্না করা হোক না কেন, বিরিয়ানির স্বাদের কোনও তুলনা হয় না। কিন্তু কখনও দুধ বিরিয়ানি খেয়েছেন কি? একবার খেলে মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ। তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন।

উপকরণ:-

আধা কেজি মটন, বাসমতি চাল, ২ কাপ দুধ, পেঁয়াজ কুচি, আদা থেঁতো, রসুন থেঁতো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, গোটা গরম মশলা, শাহী জিরা স্বাদমতো নুন, পরিমাণমতো ঘি, ধনে পাতা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি।

প্রণালী:- প্রথমে বাসমতি চাল ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। তারপর মাংসও ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। হাঁড়িতে জল গরম করে নুন ও চাল দিয়ে দিন। চাল আধা সিদ্ধ হয়ে এলে ফ্যান গড়িয়ে নিন। কোনও একটি থালায় ভাত ঢেলে ছড়িয়ে দিন। একটি পরিষ্কার পাতলা সাদা কাপড়ে ধনে পাতা, পুদিনা পাতা এবং কাঁচা লঙ্কা কুচি ভরে সুতো দিয়ে কাপড়ের মুখটা ভালো করে বেঁধে দিন। আরেকটি কাপড়ে শাহী জিরা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ভরে একই রকমভাবে সুতো দিয়ে মুখ বেঁধে দিন। আরও একটা কাপড়ে থেঁতো করা আদা, রসুন এবং পেঁয়াজ কুচি বেঁধে দিন। প্রেশার কুকারে মাংস নিন, তাতে এই তিনটি পুঁটলি রাখুন। এর সঙ্গে এক চামচ ঘি, দেড় কাপ জল, স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং দুই কাপ দুধ দিন। কুকারের ঢাকনা বন্ধ করে ৪-৫টি সিটি দিয়ে নিন। কুকারের ঢাকনা খুলে তিনটি পুঁটলি তুলে নিন। হাতা দিয়ে মাংস ভালো করে নেড়েচেড়ে দিন। এবার একটি বড় হাঁড়িতে ঘি মাখিয়ে নিন। এতে প্রথমে ভাত ছড়িয়ে দিন। এর উপরে ছড়িয়ে দিন মাংসগুলি। একটু নাড়াচাড়া করে তার উপর ঘি ছড়িয়ে দিন। মাংসের গ্রেভি চামচে করে উপরে ছড়িয়ে দিন। পাত্রটি ঢাকা দিয়ে উপরে ভারি কিছু চাপিয়ে দিন। এ ভাবে রান্না হতে দিন বেশ কিছুক্ষণ। এতেই চাল ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর ঢাকনা খুলে হাতা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিন। এরপর পরিবেশন করুন গরম গরম দুধ বিরিয়ানি।

কোন ধরনের আটায় সবথেকে বেশি পুষ্টি মেলে ?

ভাতের চেয়ে রুটি স্বাস্থ্যকর। কিন্তু ময়দা রুটি খেলে ওজন বাড়বে, শরীরে জাঁকিয়ে বসবে নানা সমস্যা। তাই ভরসা গমের তৈরি আটার রুটি। তবে আজকাল ওটস, বাজরার রুটি খাওয়ার চলও বেড়েছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষদের ডায়েটে থাকছে এই ধরনের রুটি। কিন্তু কোন আটার রুটি কী ধরনের পুষ্টি মেলে এবং খেলে কী কী উপকার পাওয়া যায়, তা কি জানেন?

বার্লির রুটি - বার্লির আটায় দ্রবণীয় ফাইবার ও সেলেনিয়াম রয়েছে। বার্লির রুটি কোমরের মেদ গলাতে সাহায্য করে। এই রুটি ডায়াবিটিসের রোগীদের জন্যও উপযোগী। বার্লির আটা ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করে। পাশাপাশি লিভার ও হার্টের সমস্যা কমায়। প্রিডায়াবিটিস, ফ্যাটি লিভার ও কোলেস্টেরলের সমস্যায় বার্লির রুটি খেতে পারেন।

রাগির রুটি- রাগির আটা ক্যালশিয়াম, আয়রন ও ফাইবারে ভরপুর। এই আটার রুটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি হাড় ও জয়েন্টের স্বাস্থ্য উন্নত করে। ডায়াবিটিস ও মেনোপজের পরে এই রুটি খেতে পারেন। রাগির রুটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তবে কিডনি ও হজমের সমস্যা থাকলে এড়িয়ে চলুন।

মাল্টিগ্রেন রুটি- আজকাল মাল্টিগ্রেন আটার রুটি খাওয়ার চল বেড়েছে। এই মাল্টিগ্রেন আটা ফাইবার, ভিটামিন বি ও মিনারেলে ভরপুর। মাল্টিগ্রেন রুটি হজমে সহায়তা করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে। রোজ এই আটার তৈরি রুটি খেলে ওজন কমবে এবং শরীরে পুষ্টির ঘাটতি মিটবে। পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম থাকলে মাল্টিগ্রেন রুটি খেতে পারেন।

বাজরার রুটি- বাজরার আটায় আয়রন, জিঙ্ক ও ফাইবার রয়েছে। বাজরার তৈরি রুটি রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমায়। পাশাপাশি কাজ করার এনার্জি বাড়ায়। ওজন কমাতেও বাজরার রুটি খেতে পারেন। অ্যানিমিয়ায় ভুগলে এবং কায়িক পরিশ্রম বেশি হলে বাজরার রুটিই খান।

জোয়ারের রুটি- জোয়ারের রুটিতে রয়েছে ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে। হাই কোলেস্টেরল ভীষণ উপযোগী জোয়ারের রুটি। এই রুটি খেয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে পারবেন। কোলেস্টেরল বাড়লে এবং ঘন ঘন পেটের সমস্যায় ভুগলে এই রুটি খেতে পারেন।

ওটসের রুটি- ওজন কমাতে অনেকেই বেছে নিচ্ছেন ওটসের রুটি। ফাইবার ও প্রোটিনে পরিপূর্ণ ওটস। এই দানাশস্যের তৈরি যে কোনও খাবার স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী। ওটসের রুটি কোলেস্টেরল মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সুগার লেভেল বাড়তে দেয় না এবং হার্টের সমস্যা রোধ করে। তাই ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল, ওবেসিটির মতো ক্রনিক সমস্যায় নিশ্চিন্তে ওটসের রুটি খেতে পারেন।

এক বেলা বেশি খেলে কি ওজন বাড়ে

শুরুতে কল্পনায় একটু খাওয়া- দাওয়া করা যাক! ধরুন, গতকাল রাতে বন্ধুর বিয়ে বা পারিবারিক কোনো উৎসবে গিয়েছেন। বিরিয়ানি, রোস্ট, কাবাব কিছুই বাদ দেননি। ডায়েট চার্টকে এক রাতের জন্য ছুটিতে পাঠিয়ে পেট ভরে খেয়েছেন। পরদিন সকালে ভয়ে ভয়ে ওজন মাপার মেশিনে দাঁড়ালেন। ও মা! এক রাতেই ওজন বেড়ে গেছে দুই-তিন কেজি। মাথায় হাত! মনে মনে ভাবছেন, মাত্র এক বেলার খাবারে এত ওজন বাড়ল কীভাবে? একটু শান্ত হোন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়ার কাইনসিওলজি বিভাগের প্রধান জেমি এ. কুপারের মতে, আপনি মেশিনে যে বাড়তি ওজন দেখছেন, তার পুরোটাই আসলে মেদ নয়। কুপার বলছেন, 'ভুরিভোজের পরদিন সকালে নিজের ওজন দেখে যে ধাক্কাটা আমরা খাই, তার পেছনে মূল কারিগর জল এবং লবণ।

উৎসবের বা রেস্তোরাঁর খাবারে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে। অতিরিক্ত লবণ শরীরকে পানি ধরে রাখতে বাধ্য করে। পোলাও, বিরিয়ানি বা মিষ্টিজাতীয় খাবারে থাকে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট। এগুলো শরীরে গিয়ে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা হয়। মজার ব্যাপার হলো, গ্লাইকোজেন পানির অণুর সঙ্গে মিশে থাকতে পছন্দ করে। ফলে শরীরে সাময়িকভাবে জলর ওজন বেড়ে যায়। এ ছাড়া আপনি যে বিপুল পরিমাণ খাবার খেয়েছেন, তার নিজস্ব একটা ওজন আছে। যতক্ষণ না সেটা হজম হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ মেশিনে ওজন বেশি দেখাবেই। যদি টানা চার দিনের ছুটিতে কেউ প্রতিদিন অতিরিক্ত ৯০০ ক্যালরি করে খায়, তবে সপ্তাহ শেষে তার শরীরে প্রায় আধা কেজি চর্বি জমতে পারে। তাহলে সত্যি সত্যি মোটা হতে কতটা খেতে হয়? বিজ্ঞান বলছে, শরীরে প্রায় আধা কেজি চর্বি জমাতে হলে আপনাকে আপনার প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ৩ হাজার ৫০০ ক্যালরি খেতে হবে। সাধারণত এক বেলার দাওয়াতে, তা যতই এলাহি হোক না কেন, ৩ হাজার ৫০০ অতিরিক্ত ক্যালরি খাওয়া খুব কঠিন। তাই এক বেলার ভুরিভোজে আপনি মোটা হয়ে যাবেন না। সমস্যাটা এক বেলার খাবারে নয়, সমস্যা হলো উৎসবের রেশ ধরে টানা কয়েক দিন খেয়ে যাওয়া। ফ্রিজে রয়ে যাওয়া বিরিয়ানি, মিষ্টি বা কেক যখন আপনি পরের দুই-তিন দিন ধরে খেতে থাকেন, তখনই ক্যালরির গ্রাফ ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যদি টানা চার দিনের ছুটিতে কেউ প্রতিদিন অতিরিক্ত ৯০০ ক্যালরি করে খায়, তবে সপ্তাহ শেষে তার শরীরে প্রায় আধা কেজি চর্বি জমতে পারে। আর ডেজার্ট বা কোমল পানীয়র যুগে অতিরিক্ত ৯০০ ক্যালরি খাওয়া মোটেও কঠিন কিছু নয়। দুঃখের বিষয় হলো, গবেষণায় দেখা গেছে উৎসবের সময় মানুষ যে ওজনটা বাড়ায়, তার সবটা পরে কমে না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ছুটির দিনে বাড়ানো ওজনের প্রায় ৫৭ শতাংশ পরের বসন্তকাল পর্যন্ত মানুষের শরীরে থেকে যায়। অর্থাৎ ওই বাড়তি ক্যালরিগুলো শরীরে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে।

তাহলে উপায়? ভয় পেয়ে খাওয়া বন্ধ করার দরকার নেই। ড. কুপারের পরামর্শ হলো, উপভোগ করুন, কিন্তু অপরাধবোধে ভুগবেন না। এক বেলা ভারী খাবার খেলে পরের বেলা হালকা খান। সব আইটেম না খেয়ে যেগুলো আপনার খুব প্রিয়, সেগুলো অল্প করে খান। কোমল পানীয়র বদলে জল বেছে নিন। এক দিনের অনিয়মকে এক মাসের অভ্যাসে পরিণত করবেন না। উৎসব শেষ মানেই আবার আগের রুটিনে ফিরে আসুন। মনে রাখবেন, জীবনটা মাঝে মাঝে উপভোগ করতে হয়। মাঝেমধ্যে এক বেলা ভুরিভোজের কারণে ওজন একটু বাড়তেই পারে। তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ওটা কেবল জল আর লবণের সাময়িক কারসাজি!

রবিবার আগরতলায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

এখন রাজ্যে ফুল চাষ করছেন ৫৯, ১০০ জন: কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: রাজ্যের কৃষকগণ বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ফুল ও বাহারী পাতার চাষ করে আজ স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছেন। কৃষক সমাজ স্বাবলম্বী না হলে দেশ তথা রাজ্য স্বাবলম্বী হতে পারে না। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি হল রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ গতকাল আগরতলার রবীন্দ্র কাননে আয়োজিত ৪ দিন ব্যাপী ৪০তম বার্ষিক পুষ্প ও বাহারী পাতার প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন। ত্রিপুরা উদ্যান পালন সমিতি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। প্রদর্শনীতে ১৯৬ জন কৃষক মোট ৭২৩টি প্রদর্শনী উপস্থাপন করেছেন। প্রদর্শনী রোজ দুপুর ২ টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

এই প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, এই ধরনের ফুলের মেলা আমাদের মনে প্রশান্তি এনে দেয়। তাই আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে ফুলচাষ করা দরকার। তিনি বলেন, ফুলচাষ আজ কৃষি ভিত্তিক শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু যুবক-যুবতী, কৃষক ও নারী ফুল চাষকে আজ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগে ২৭৩৮ কানিতে ফুলচাষ হতো। এখন হয় ১১ হাজার ৮২০ কানিতে। আগে রাজ্যে ২ ১৯০ জন ফুলচাষী ছিলেন। এখন ফুলচাষ করছেন ৫৯ হাজার ১০০ জন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার লেম্বুছড়ার ৬৫ কানি জমিতে বিভিন্ন রকমের ফুল চাষের জন্য একটা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স'' গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এটি ইন্দো-ডাচ প্রকল্পে গড়া হবে। এছাড়া বাধারঘাটে ৪০০ বর্গমিটার এলাকায় অর্কেডিয়াম ও নানা ফুলচাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিশালগড় মহকুমার লক্ষ্মীবিলে ১৩০ কানি জমিতে ৩০০টি পরিবার ফুল চাষে যুক্ত রয়েছেন। তিনি বলেন, একটা সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বহিঃরাজ্য থেকে আমাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমানে ফুল আমদানি করতে হতো। কিন্তু আজ আমাদের রাজ্যে গ্লাডিওলাস, চন্দ্রমল্লিকা, সূর্যমুখী, রকমারী গাঁদা, অ্যান্থেরিয়াম, নানা পাতা বাহার চাষ করে কৃষকরা স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছেন। তিনি বলেন, আগে রাজ্যে চাহিদার ২৫ শতাংশ ফুল উৎপাদন হতো। এখন হয় ৪৩ শতাংশ। আমরা আরও উৎপাদন বাড়াতে চাই।

বিশেষ অতিথির ভাষণে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব তথা ত্রিপুরা উদ্যান পালন সমিতির সভাপতি অপূর্ব রায় বলেন, জনসাধারণকে ফুলচাষে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা উদ্যান পালন সমিতির সচিব তথা উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সুজিত দাস। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী সমিতির একটি স্মরনিকার আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ''বন্দেমাতরম'' গীত পরিবেশন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনীভূষণ জমাতিয়া প্রমুখ। আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের সহ অধিকর্তা সুব্রত দাস।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ত্রিপুরায় অসম রাইফেলসের বড় মাদকবিরোধী অভিযান, ৪২.৫ কোটি টাকার গাঁজা চাষ ধ্বংস

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার পাশাপাশি মাদক পাচার ও চাষের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল অসম রাইফেলস। ত্রিপুরার বক্সনগর এলাকায় এক বৃহৎ মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ গাঁজা চাষ ধ্বংস করা হয়েছে। বক্সনগর এলাকা আগরতলা থেকে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

অসম রাইফেলস সূত্রে জানানো হয়েছে, অ্যান্টি নার্কোটিক্স টাস্ক ফোর্স, বন দপ্তর, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এবং পুলিশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ৬৯ একর এলাকাজুড়ে চাষ করা আনুমানিক ১ লক্ষ ৭০ হাজার অবৈধ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। উদ্ধার ও ধ্বংস করা গাঁজা চাষের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

অসম রাইফেলস জানিয়েছে, এই সময়োচিত ও দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে রাজ্যে সক্রিয় মাদক চক্রগুলির উপর বড়সড় আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মাদক পাচার ও অবৈধ চাষের বিরুদ্ধে বাহিনীর জিরো টলারেন্স নীতির বিষয়টি আরও একবার স্পষ্ট হলো।

এই অভিযানের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে রাজ্যে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অসম রাইফেলসের সক্রিয় ভূমিকা আরও একবার সামনে এলো।

চুরি যাওয়া দুই স্কুটি সহ এক চোরকে আটক করেছে এনসিসি থানার পুলিশ

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: চুরি যাওয়া দুটি স্কুটি উদ্ধার করে এক চোরকে আটক করতে সক্ষম হলো এনসিসি থানার পুলিশ। আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন এনসিসি থানার ওসি প্রাজিত মালাকার।

তিনি জানান, গত ২২ জানুয়ারি সেবিকা দেববর্মা নামে এক মহিলার স্কুটিটি তার কোয়ার্টারের সামনে থেকে চুরি যায়। ঘটনার পর ২৪ জানুয়ারি তিনি এনসিসি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্ত সুমন নমঃ নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্তের কাছ থেকে আরও একটি স্কুটির সন্ধান মেলে, যা প্রায় দুই মাস আগে চুরি হয়েছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ মোট দুটি চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

এদিকে, অভিযুক্ত সুমন নমঃকে আজ আদালতে পেশ করে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও তথ্য ও ঘটনার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

গুণমানের ওপর

● প্রথম পাতার পর

তামিল ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও তামিলে পড়ানো হয়। তেলুগু ও পাঞ্জাবির পাশাপাশি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত মাসে মালয়েশিয়া ইন্ডিয়া হেরিটেজ সোসাইটি আয়োজিত 'লাল পাড় শাড়ি' আইকনিক ওয়াকের কথাও উল্লেখ করেন তিনি, যা বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরা হবে।

সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও" কর্মসূচি ও বানী বন্দনা অনুষ্ঠিত

সাব্রুম, ২৫ জানুয়ারি: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের বানী বন্দনার আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের পাশাপাশি জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর উদ্যোগে "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও" ভারত সরকারের সামাজিক প্রচার অভিযানের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্যোগে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের সহযোগিতায় নারী ও শিশু উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ প্রচেষ্টার আওতায় কন্যা সন্তানের সুরক্ষা, শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

কর্মসূচির লক্ষ্য কন্যা ভ্রূণ হত্যা রোধ করা, নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং কন্যা শিশুর লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি করা। এ প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা লিফলেট বিলি করে সমাজের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন এবং সচেতনতার আহ্বান জানান। কলেজ মাঠে এক সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মেয়েদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

উপস্থিত অতিথিরা ছাত্র-ছাত্রীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, শিক্ষিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত মেয়েরা সমাজে দেরিতে বিয়ে করে, জীবনের মান উন্নত করে এবং লিঙ্গ সমতার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ধরনের কার্যক্রম সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং "বেটা-বেটি, এক সম্মান" নীতিকে প্রসারিত করে।

কৈলাসহরে যুব মোর্চা সভাপতির দখল করা সরকারি কোয়ার্টার সিল, উদ্ধার অস্ত্র ও মদের বোতল

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : স্থানীয় হিন্দু সংগঠন, বিজেপি মণ্ডল কমিটি এবং হরিজন কলোনির বাসিন্দাদের তীব্র প্রতিবাদের পর অবশেষে বন্ধ করা হয়েছে ঊনকোটি জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অরূপ ধর কর্তৃক অবৈধভাবে দখল করা স্বাস্থ্য দপ্তরের সরকারি কোয়ার্টার।

মহকুমা শাসকের নির্দেশে, ডিসিএম হিমন্ত ধরের উপস্থিতিতে এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় ওই কোয়ার্টারটি সিল করা হয়। অভিযানে বিপুল পরিমাণ ধারালো অস্ত্র, রড, খালি বিলেতি মদের বোতল উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই সরকারি ঘরটি সমাজদ্রোহী কার্যকলাপ ও অসামাজিক আড্ডার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চরম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে ভবিষ্যতে এমন বেআইনি কর্মকাণ্ড পুনরায় না ঘটে।

১৪তম সর্বভারতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে আগরতলায় সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কর্মসূচি

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি সদর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আসন্ন ১৪তম সর্বভারতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনি এলাকায় এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন পতাকা উত্তোলন, শহীদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সদর সম্পাদিকা মিতা ভট্টাচার্য। তিনি জানান, সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রতি সমর্থন ও সংহতি জানাতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, দেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে আগামী দিনেও আন্দোলন জারি থাকবে।

ধর্মনগর ত্রিপুরেশ্বরী শিশু মন্দিরে উৎসাহের সাথে প্রাক্তন ছাত্র দিবস পালিত

ধর্মনগর, ২৫ জানুয়ারি: ধর্মনগরের ত্রিপুরেশ্বরী শিশু মন্দিরের পূর্ব ছাত্র পরিষদ আজ ধর্মনগরের ডিএম অফিসে তাদের বার্ষিক পূর্ব ছাত্র দিবস (প্রাক্তন ছাত্র দিবস) পালন করে। এই অনুষ্ঠানে ৫০ জন উৎসাহী প্রাক্তন ছাত্রের সমাগম ঘটে, যা প্রতিষ্ঠানের সাথে দৃঢ় বন্ধনের প্রতিফলন ঘটায়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন আগরতলার ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন এডুকেশনের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ অভিজিৎ চন্দ, যিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। বিদ্যা ভারতী ত্রিপুরার রাজ্য সমন্বয়ক শ্রী নীলমণি চক্রবর্তী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের স্কুল পরিচালনা কমিটির (এসএমসি) সভাপতি শ্রী পরিতোষ নাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

তাঁর ভাষণে, শ্রী নীলমণি চক্রবর্তী প্রাক্তন ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেন, সামাজিক কাজে জড়িত হওয়ার এবং সমাজের প্রতি ইতিবাচক অবদান রাখার গুরুত্বের উপর জোর দেন। প্রাক্তন ছাত্ররা বিদ্যা ভারতী মিশনের অন্যতম অংশীদার। এই সমাবেশটি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনরায় সংযোগ স্থাপন, অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি এবং তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধের প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। স্মারক অনুষ্ঠানটি বন্দে মাতরম গান পরিবেশনের মাধ্যমে শেষ হয়, যা উপস্থিতদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং অভিন্ন উদ্দেশ্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আসাম রাইফেল ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো ফাইনাল রিহার্সেল

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে আগরতলার আসাম রাইফেল ময়দানে আজ অনুষ্ঠিত হলো মূল অনুষ্ঠানের ফাইনাল রিহার্সেল। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। জানা গেছে, এবছর প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে মোট ১৬টি প্লেটন অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে প্রতিবেশী রাজ্য মনিপুরের একটি প্লেটনও রয়েছে। আজকের ফাইনাল রিহার্সেলে অংশগ্রহণকারী প্লেটনগুলো কুচকাওয়াজ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির মহড়া দেয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসকে দৃষ্টিনন্দন ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও দর্শকদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আগামী ২৬ জানুয়ারি নির্ধারিত সময়ে আসাম রাইফেল ময়দানে রাজ্যস্তরের প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবের

● প্রথম পাতার পর

নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বদের দাবি, বিরোধী কণ্ঠস্বর রুখতেই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সাংসদের সভাস্থল ত্যাগ করার পরেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এমজি রেগা ধ্বংস করে

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়ন দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সোশ্যাল অডিট রিপোর্ট উদ্ধৃত করে বলেন, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন বছরে ত্রিপুরার এমজিএনরেগা প্রকল্পে শত শত কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম ধরা পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, এই তথ্য আড়াল করতেই সরকার নতুন আইনের মাধ্যমে প্রকল্পের আইনি অধিকার তুলে দিতে চাইছে, যাতে অর্থের বড় অংশ ঠিকাদার ও শাসকদলের একাংশের হাতে চলে যায়।

সংবাদ সম্মেলনে আশীষ কুমার সাহা আরো বলেন, এমজিএনরেগা শুধু একটি প্রকল্প নয়, গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই প্রকল্পকে দুর্বল করা মানে গরিব মানুষের জীবিকা ধ্বংস করা। কংগ্রেস দল এই নীতির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন জারি রাখবে বলেও তিনি ঘোষণা করেন।

ককবরক ভাষায়

● প্রথম পাতার পর

আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলে হিরা মডেল দিয়েছেন তিনি। অথচ আগে উত্তর পূর্বাঞ্চল উগ্রবাদী সমস্যায় জেরবার ছিল। ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যবহারের দাবিতে রাজ্যে লাগাতর আন্দোলন চলছে। তাতে, খুবই বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী আজ সাফ জানিয়েছেন, যত আন্দোলন হোক, রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি মেনে নেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওই দাবি মানবেন না। তাঁর কথায়, আগামী প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার জন্যই ওই আন্দোলন চলছে। সকলের সতর্ক থাকতে হবে।

সভায় আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, যাদের সময়ে উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে ত্রিপুরায় জনজাতিদের একাংশকে ভুল বুঝিয়ে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, আমাদের সরকার আসার পর তাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আমরা অর্থ দিচ্ছি, আমরা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি। আর মাঝখানে এসে অন্য ব্যক্তি সেই সুযোগ নেবে, এসব কিন্তু মানুষ খুব ভালো করে বুঝে গেছে। যদি জনজাতিদের উন্নয়ন করতে হয়, যদি ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলকে শান্তিতে রাখতে হয় তবে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেটা পারেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এখন পর্যন্ত প্রায় ১১/১২টা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তাই গোটা অঞ্চলে এখন শান্তির বাতাবরণ বইছে। কারণ শান্তি না থাকলে উন্নয়ন কোথা থেকে হবে।

সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা দেখেছি তাদের সময়ে সাংবাদিক খুন হয়েছেন। আগরতলার মূল শহরের মধ্যে সুখরাম দেববর্মা নামে এক জনজাতি অফিসারকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। যারা খুনি তারা অনায়াসে হেঁটে চলে গিয়েছিল। এরকম একটা খুন সন্ত্রাসের অবস্থা ছিল তখন। নির্বাচনের আগে একবার সন্ত্রাস, আর নির্বাচনের পরে আরেকবার সন্ত্রাস। এরকমই অবস্থা ছিল সেসময়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক ডেভিড দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, এডিসি সদস্য পদ্মলোচন ত্রিপুরা, মন্ডল সভাপতি বিপুল মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি কেবল একটি জাতীয় উদযাপন নয়, এটি সেই দিনটির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি যেদিন আমাদের সংবিধান কার্য্যকর হয়েছিল এবং ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের রূপ দিয়েছিল। এই শুভদিনে, আমি আমাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনী, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর সকল সদস্যকে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, যারা স্থল, সমুদ্র এবং আকাশে আমাদের সীমান্ত রক্ষা করছেন এবং সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা দেখাশোনা করছেন। ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং ভারতের অবশিষ্ট অংশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতি ও উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যে আমার সরকার নতুন ত্রিপুরা গড়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই শুভদিন উপলক্ষে আসুন আমরা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং রাজ্যকে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে হাতে হাত রেখে কাজ করার শপথ গ্রহণ করি।'

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন সাহিত্যিক

● প্রথম পাতার পর

সম্মানে ভূষিত করে। জাতীয় স্তরে তাঁর এই সম্মাননা নিশ্চিতভাবেই আমাদের রাজ্যের গৌরবকে আরও উজ্জ্বল করেছে। তাঁর এই কৃতিত্ব বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে এক বিশেষ অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, পদ্ম পুরস্কার দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মানগুলির মধ্যে অন্যতম। এই পুরস্কার তিনটি বিভাগে প্রদান করা হয়পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী। শিল্প, সমাজকর্ম, জনসেবা, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, বাণিজ্য ও শিল্প, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শিক্ষা, ক্রীড়া, নাগরিক সেবা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই সম্মান দেওয়া হয়। ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট সেবার জন্য পদ্মবিভূষণ, উচ্চমানের অসাধারণ সেবার জন্য পদ্মভূষণ এবং যেকোনো ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবার জন্য পদ্মশ্রী প্রদান করা হয়।

প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পদ্ম পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং সাধারণত মার্চ বা এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মান প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি। ২০২৬ সালের জন্য রাষ্ট্রপতি মোট ১৩১টি পদ্ম পুরস্কার প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ৫টি পদ্মবিভূষণ, ১৩টি পদ্মভূষণ এবং ১১৩টি পদ্মশ্রী পুরস্কার। পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছেন ১৯ জন মহিলা, বিদেশি/প্রবাসী ভারতীয়/পিআইও/ওসিআই বিভাগের ৬ জন এবং ১৬ জন মরণোত্তর সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব।

ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্প

● প্রথম পাতার পর

প্রসেসিং সেন্টারের শিলান্যাস করা হয়েছে। এই সেন্টারটি গড়ে উঠলে রাজ্যের আগর শিল্প দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করবে। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, ডোনার মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে ত্রিপুরায় অনেকগুলি প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে নয়শ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আগামীদিনে পর্যটনকে ভিত্তি করেই রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এজন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং। উল্লেখ্য, গতকাল ডোনার মন্ত্রী নারিকেলকুঞ্জে স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

কৈলাসহরে আইন

● প্রথম পাতার পর

শহরকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

ঘটনার পরের দিন, ২৪ জানুয়ারি পুলিশ ওই ঘর থেকে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার করে, যার মধ্যে ছিল দা, বল্লম সহ অন্যান্য অস্ত্র।

কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহা, বিজেপি-র কৈলাসহর মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ-এর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।" তিনি স্পষ্ট করেন যে, সংঘর্ষে লিপ্ত উভয় পক্ষই শাসক দলের লোক ছিল এবং এর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক বিষয় ছিল না।

এছাড়া, বিরজিত সিনহা দাবি করেন, অবিলম্বে মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষকে গ্রেফতার করতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে বিরজিত সিনহা বলেন, "রাজ্যে কোনও কিছু ঘটলেই মুখ্যমন্ত্রী সবসময় কড়া ব্যবস্থার কথা বলেন, কিন্তু বাস্তবে কোনো অ্যাকশন দেখা যায় না।" তিনি দাবি করেন, অবিলম্বে এই ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করতে হবে এবং জেলা প্রশাসনের অব্যবস্থাপনা বন্ধ করতে হবে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, "অন্যথায় আইন-শৃঙ্খলার আরও অবনতি ঘটবে।"

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনার পর চারটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি, কৈলাসহর মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ কৈলাসহর থানায় মামলা করেন, অপরদিকে ২৪ জানুয়ারি, জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অরুপ ধর কৈলাসহর মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ, পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নিতীশ দে সহ পাঁচ জনের নামে মামলা করেন।

একইদিন রাতে সুলতান আহমেদ থানায় আরেকটি মামলা করেন এবং পুলিশ সমন্বিতভাবে একটি মামলা নেয়, যেখানে মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষসহ ১৭ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যার পর থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং টিএসআর বাহিনী অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। গোটা কৈলাসহর জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। সাংবাদিক সম্মেলনের পর যুব কংগ্রেস কৈলাসহর থানার ওসি-কে ডেপুটেশন প্রদান করে। তারা মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ সহ জড়িত অন্যান্যদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছে। এখনও পর্যন্ত গোটা শহরে উত্তেজনা অব্যাহত, এবং কংগ্রেস-এর পক্ষ থেকে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানানো হচ্ছে।

রবিবার আগরতলায় লোকনৃত্যের উপর একদিবসীয় এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রেত আত্মার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করেছে: সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি:পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান লোকসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর হাওড়া আয়োজিত 'অটল সম্মান সমারোহ ২০২৬'-এ অংশগ্রহণ করে তিনি অভিযোগ করেন, প্রেত আত্মার ভোটের জোরেই পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষের মৃত্যু হলেও তাঁদের নাম এখনও ভোটার তালিকায় রয়ে গেছিল। মৃত মানুষের ভোট ব্যবহার করেই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে রয়েছে বলে তাঁর দাবি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের স্বর্গে যেতে দিচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মৃত মানুষের ভোট, অর্থাৎ প্রেত আত্মার ভোটের উপর ভর করেই এই সরকার চলছে।"

ভোট চুরির অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রকে বিকৃত করে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে। তাঁর কটাক্ষ, এতদিন বাংলায় প্রকৃত অর্থে জনতার সরকার ছিল না, ছিল প্রেত আত্মার সরকার। সেই কারণেই শাসক দলের আচরণ ও ব্যবহারে সাধারণ মানুষের প্রতি কোনও দায়িত্ববোধ দেখা যায়নি।

বিপ্লব কুমার দেব দাবি করেন, আগামী দিনে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটবে। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন করবে এবং বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হবে জনতার সরকার। সভা থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে ভোটদানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সুশাসন এবং স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়া জরুরি। তাঁর বক্তব্যে, জনগণ একজোট হলে প্রেত আত্মার ভোটের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব। সভায় তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ২৫ জানুয়ারি: সনাতনী ধর্মের আদর্শকে উর্ধে তুলে ধরার পাশাপাশি সার্বিক একতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের ভিতকে মজবুত করার আহবানে এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক উৎসাহের সাথে হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একই রকম ভাবে খোয়াই জেলার গৌরাঙ্গ টিলা স্কুল মাঠে আজ অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু সম্মেলন ২০২৬ এর বর্ণময় আয়োজন। বিগত প্রায় মাসাধিক কাল ধরে গোটা জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি সহ ধর্মীয় তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

আজ দেখা গেছে এই হিন্দু সম্মেলনে অন্যান্যদের মাঝে আগরতলার ভারত সেবাশ্রমের প্রধান অতিথি বুধি সত্তানন্দ জি মহারাজ সহ বিভিন্ন স্তরের ধর্মীয় গুরুরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, রাষ্ট্রবাদী স্বয়ংসেবক সংঘের সিপাহী জেলা জেলার কার্যবাহ কমল দাস, হিন্দু সম্মেলন আয়োজক সমিতির সভাপতি ক্ষিতীশ দাস, সম্পাদক পঙ্কজ দত্ত প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

সনাতনী রীতিনীতি মেনে আয়োজিত এই সম্মেলন থেকে বিভিন্ন স্তরের ধর্মগুরুরা সনাতনী ধর্মের ধ্বজা এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরার আহ্বান করার পাশাপাশি দাবি করেন গোটা পৃথিবীতে সনাতনী ধর্মের চিরাচরিত উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। এর পাশাপাশি আজকের এই সম্মেলন থেকে দাবি উঠে সময় সময় সনাতনী ধর্মের ভিতকে দুর্বল করার জন্য নানান প্রকারের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু তারপরেও সম্মিলিতভাবে সনাতনী ধর্ম বলিষ্ঠ গতিতে এগিয়ে চলেছে বলে আজকের এই সম্মেলন থেকে বারবার বক্তব্য সামনে আসে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমেই সুদৃঢ় হচ্ছে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমেই সুদৃঢ় হচ্ছে। আজ সকালে মোহনপুরের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু একথা বলেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে যখন সংবিধান গৃহীত হয় তখন থেকেই ভারতের নাগরিকগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি বলেন, ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই ব্যবস্থাকে শক্তিশালী রাখার জন্যে সমস্ত ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মত মহান দায়িত্ব পালন করা উচিত। ১৮ বছর সম্পূর্ণ হওয়ার পর যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তাদের সবাইকে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল নবাগত ভোটারদের হাতে ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেন। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজের জন্যে মোহনপুর মহকুমার বিএলওদের সংবর্ধনা দেন। ভোটার দিবসের ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদেরও তিনি পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ধৃতিশেখর রায়। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন জওহর নবোদয় বিদ্যালয় মোহনপুরের অধ্যক্ষ শংকর কাটারিয়া। অনুষ্ঠানে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার, পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সকাল দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে এই স্থানেই রাজ্যপাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১৩০তম মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনেন।

তেলিয়ামুড়া ইউনাইটেড গ্যাস এজেন্সিতে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার তৃতীয় পর্যায়ের গ্যাস সংযোগ বিতরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জানুয়ারি : স্বচ্ছ রান্নাঘর, সুস্থ পরিবারএই বার্তাকেই সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া ইউনাইটেড গ্যাস এজেন্সিতে অনুষ্ঠিত হল প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার তৃতীয় পর্যায়ের গ্যাস সংযোগ বিতরণ অনুষ্ঠান। রবিবার সন্ধ্যায় এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা। এদিন মোট ১১ জন উপভোক্তার হাতে উজ্জ্বলা যোজনার তৃতীয় পর্যায়ের গ্যাস সংযোগ তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।উল্লেখ থাকে যে, তেলিয়ামুড়ার ইউনাইটেড গ্যাস এজেন্সির থেকে এই তৃতীয় পর্যায়ের গ্যাস বিতরণ করা হবে মোট ৫০০ টি।তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত গ্যাস সংযোগ চেয়ে আবেদন করেছে ১৭৪ জন।

গ্যাস সংযোগ প্রদান করে কল্যাণী সাহা রায় বলেন, "উজ্জ্বলা যোজনার মূল লক্ষ্য শুধু রান্নার সুবিধা দেওয়া নয়, বরং ধোঁয়া-মুক্ত ও স্বাস্থ্যকর একটি পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করা। কাঠ, কয়লা বা খড় জ্বালিয়ে রান্না করতে গিয়ে বিশেষ করে মহিলাদের যে শ্বাসকষ্ট, চোখের জ্বালা কিংবা দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি তৈরি হয়, এই গ্যাস সংযোগ তা অনেকটাই কমিয়ে দেবে।"তিনি আরও বলেন, পরিষ্কার জ্বালানির ব্যবহার নারীদের দৈনন্দিন কষ্ট লাঘবের পাশাপাশি পরিবারের শিশু ও প্রবীণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। রান্নাঘরের ধোঁয়া কমলে ঘরের ভেতরের বাতাস পরিষ্কার থাকবে, ফলে হাঁপানি, ফুসফুসের সমস্যা ও অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের রোগের আশঙ্কা কমবে।

একই সঙ্গে সময় সাশ্রয় হওয়ায় মহিলারা নিজেদের উন্নয়ন, সন্তানদের পরিচর্যা ও অন্যান্য কাজে আরও বেশি সময় দিতে পারবেন।অনুষ্ঠানে পুরপরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, উজ্জ্বলা যোজনার তৃতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে সরকার সমাজের প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলির জীবনমান উন্নয়নের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। পরিষ্কার জ্বালানি শুধু রান্নার মাধ্যম নয়, এটি সুস্থ জীবনযাপনের ভিত্তি।গ্যাস সংযোগ পেয়ে উপভোক্তাদের মুখেও ছিল স্বস্তি ও আনন্দের ছাপ। অনেকেই জানান, দীর্ঘদিনের ধোঁয়া-ভরা রান্নাঘর থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন এখন অনেকটাই সহজ ও নিরাপদ হবে।

বিলোনিয়ায় উদ্বোধন হল ওয়াও কিডস প্রি স্কুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৫ শে জানুয়ারি: বিলোনিয়া আর্যকলোনি মিলন সঙ্ঘের পাশে উদ্বোধন হলো ত্রিপুরায় এই প্রথম ছোট্ট কচিকাচাদের জন্য নতুন স্কুল ওয়াও কিডস প্রি স্কুল , এই ধরণের স্কুল সাড়া ভারতে ২৪টি রাজ্যে আছে, ত্রিপুরার সহ মোট ২৫ টি হল জানালেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। দুই বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা খেলা ধুলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে।উদ্বোধক বিলোনিয়া পুর পরিষদের পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ। সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পুর পরিষদের শিক্ষা স্বাস্থ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, সদস্যা পুর পরিষদ স্বপ্না ভট্টাচার্য, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশিস চক্রবর্তী,মিলন সঙ্ঘের সভাপতি সম্পাদক সহ সম্মানিত অতিথিগণ, সভাপতিত্ব করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অজিত দাস। শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সম্মানিত অতিথিগণ।

অতিথি আপ্যায়নের পর উদ্বোধক ওয়াও কিডস প্রি স্কুলের শুভ উদ্বোধন করে সম্মানিত অতিথিদের নিয়ে স্কুল বাড়ি ঘুরে দেখেন। স্কুল উদ্বোধনের পর উদ্বোধক সহ সম্মানিত অতিথিগন বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে অতিথিগণ স্কুলের সার্বিক উন্নতি কামনা করেন এবং বলেন এই প্রতিষ্ঠান অত্র এলাকা সহ পুরো মহকুমার কচি কাচাদের মান উন্নয়ন ঘটিয়ে একটি আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে এই আশা করছি।আমাদের সবার সার্বিক সহযোগিতা থাকবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক বন্ধুদের ও স্কুলের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

কৈলাসহরে জেলা ও মহকুমা স্তরে পালিত হলো ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস

কৈলাসহর, ২৫ জানুয়ারি: আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে জেলা ও মহকুমা স্তরীয়ভাবে ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হয়। মহকুমা নির্বাচনী দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভোটার সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডক্টর তমাল মজুমদার, জেলা পুলিশ সুপার শ্রীমতি সুদাম্বিকা আর, অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী অর্গ সাহা, এসডিপিও এ. রাগুন, কৈলাশহরের মহকুমা শাসক বিপুল দাস, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক এস. কার্জন হালাম, জেলা শিক্ষা অধিকারী প্রশান্ত কিলিকদার, কৃষি সুপারিনটেন্ডেন্ট সন্দীপ পাল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবীন ভোটারদের হাতে ভোটার পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন ইআরও, এআরও, বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারদের বিগত দিনের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ মানপত্র ও ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা গণতন্ত্রে সচেতন ও সক্রিয় ভোটার হওয়ার আহ্বান জানান।

ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকানোর মতো ক্ষমতা কারোর নেই: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: রাজ্যে খুন সন্ত্রাসের প্রশ্নে আরো একবার কমিউনিস্টদের নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকানোর মতো ক্ষমতা কারোর নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেক মানুষের কাছে যাবে এবং জনজাতিদের কল্যাণে ঘরে ঘরে যাবে। আজ সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণ তৈবান্দালে আয়োজিত ভারতীয় জনতা পার্টির এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এখানে বিশাল সংখ্যায় মানুষের উপস্থিতি দেখে এটাই মনে হচ্ছে ২০২৬ এ এডিসিতে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেই নির্বাচনকে ঘিরে খুমুলুঙে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। রাত পোহালেই আগামীকাল প্রজাতন্ত্র দিবস। আর এখন কিন্তু রাজতন্ত্র নেই। এখন রয়েছে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ পরিবার থেকে আসেন নি। তিনি একজন চা ওয়ালা। আজ এই গণতন্ত্রের কারণে যে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সংবিধান প্রতিষ্ঠার দিন ২৬ জানুয়ারি। সেজন্য আজ একজন চা ওয়ালা দেশের প্রধানমন্ত্রী। আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাজ্যে পরিবার তান্ত্রিক পার্টিগুলির অবস্থা কি হয়েছে? ব্যক্তি তান্ত্রিক রাজনীতি এখন আর চলবে না। মানুষ বুঝে গিয়েছে। গনতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা। ভালো কাজ না করলে এক আঙুলে টিপে তাকে বের করে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ একটা উল্লেখযোগ্য দিন। জাতীয় ভোটার দিবস। যারা ১৮ বছর পূর্ণ করেছে তাদের স্বাগত জানাই। তাদের হাতে শুধু ত্রিপুরা নয়, সারা ভারতবর্ষ। তাই বুঝতে হবে আগামীতে এই রাজ্য বা দেশ কারা চালাবেন। এতদিন ধরে তিপ্রাসা তিপ্রাসা বলে বহু লোক্যাল পার্টি এসেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি এতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং যার যার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এসব পার্টি তৈরি হয়েছে এবং শেষও হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার চলছে সেই সরকার জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে। তিনি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছেন। আমরাও একইভাবে জনজাতিদের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলছেন উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন না হলে ভারতবর্ষ উন্নত হবে না। আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলে হিরা মডেল দিয়েছেন তিনি। অথচ আগে উত্তর পূর্বাঞ্চল উগ্রবাদী সমস্যায় জেরবার ছিল।

সভায় আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, যাদের সময়ে উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে ত্রিপুরায় জনজাতিদের একাংশকে ভুল বুঝিয়ে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, আমাদের সরকার আসার পর তাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আমরা অর্থ দিচ্ছি, আমরা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি। আর মাঝখানে এসে অন্য ব্যক্তি সেই সুযোগ নেবে, এসব কিন্তু মানুষ খুব ভালো করে বুঝে গেছে। যদি জনজাতিদের উন্নয়ন করতে হয়, যদি ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলকে শান্তিতে রাখতে হয় তবে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেটা পারেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এখন পর্যন্ত প্রায় ১১/১২টা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তাই গোটা অঞ্চলে এখন শান্তির বাতাবরণ বইছে। কারণ শান্তি না থাকলে উন্নয়ন কোথা থেকে হবে।

সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা দেখেছি তাদের সময়ে সাংবাদিক খুন হয়েছেন। আগরতলার মূল শহরের মধ্যে সুখরাম দেববর্মা নামে এক জনজাতি অফিসারকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। যারা খুনি তারা অনায়াসে হেঁটে চলে গিয়েছিল। এরকম একটা খুন সন্ত্রাসের অবস্থা ছিল তখন। নির্বাচনের আগে একবার সন্ত্রাস, আর নির্বাচনের পরে আরেকবার সন্ত্রাস। এরকমই অবস্থা ছিল সেসময়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক ডেভিড দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, এডিসি সদস্য পদ্মলোচন ত্রিপুরা, মন্ডল সভাপতি বিপুল মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, আগরতলা ডায়োসিসের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জানুয়ারি: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, আগরতলা ডায়োসিসের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় তিন দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২৩, ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ইং তেলিয়ামুড়া আনন্দমার্গ স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আচার্য শুভমিত্রানন্দ অবধূত ও আচার্য কুম্ভকানন্দ অবধূত। এ উপলক্ষে রবিবার আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ শিবির চলাকালীন আধ্যাত্মিক দর্শন, সমাজ দর্শনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা ও প্রশিক্ষণমূলক ক্লাস গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের জন্য সাধনা ও আলোচনা পর্বেরও আয়োজন করা হয়। ২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা বেলায় একটি বিশাল শোভাযাত্রা তেলিয়ামুড়া শহর পরিক্রমা করে মাস্টারদা সূর্যসেনের মূর্তির পাদদেশে এসে এক পথসভায় মিলিত হয়। ওই পথসভায় বক্তারা বর্তমান যুগের নানা সংকট ও তার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রধান প্রশিক্ষক বলেন, আনন্দমার্গ একটি সর্বাঙ্গীন দর্শন। এই দর্শনের প্রবর্তক শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তিজী মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই আনন্দমার্গ দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যেহেতু স্বভাবতই আনন্দপ্রার্থী, তাই কীভাবে মানুষ প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে পারে, তার স্পষ্ট দিকনির্দেশনা এই দর্শনে রয়েছে।তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বে জাতিগত, বর্ণগত ও লিঙ্গগত বিভেদসহ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক হানাহানি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বসহ নানা সামাজিক সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধানে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব 'প্রউট' নামে এক যুগান্তকারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের পথ দেখিয়েছেন। মানব জীবনকে আনন্দময় করে তোলার লক্ষ্যেই আজ সারা বিশ্বে আনন্দমার্গের কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। এই মহান প্রয়াসে সকলের সহযোগিতা কামন করেন।

সোনামুড়ায় হোটেল থেকে চার নেশাকারবারি গ্রেপ্তার, উদ্ধার ১৪৭ বোতল নেশাজাতীয় কফ সিরাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৫ জানুয়ারি: সোনামুড়া থানার ব্রিজ সংলগ্ন গোমতী হোটেল থেকে চারজন নেশাকারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১৪৭ বোতল নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ এসকফ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপের বাজারমূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কলকাতার যুবক মোহাম্মদ তৌহিদুল একটি ব্যাগে করে ১৪৭ বোতল নেশাজাতীয় কফ সিরাপ নিয়ে সোনামুড়া ব্রিজ সংলগ্ন গোমতী হোটেলের ২০৮ নম্বর কক্ষে অবস্থান করছিলেন। এ বিষয়ে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দ্রুত সোনামুড়া থানার পুলিশ হোটেলে অভিযান চালায়। তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগের ভেতর থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়।

এই অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয় পশ্চিমবঙ্গের মোহাম্মদ তৌহিদুল, সোনামুড়া মধুবন এলাকার ইকবাল আহমেদ, দক্ষিণ বেজিমারা এলাকার জাহিদ মিয়া এবং বেজিমারার বাসিন্দা জাহিদ হোসেন খান।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুরো ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাস।

রাজ্যের খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে ক্রীড়া পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হচ্ছে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: রাজ্যে একসময় যারা স্বনামধন্য খেলোয়াড় ছিলেন তাদের নামে রাজ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামোগুলির নামকরণ করা হচ্ছে। এরমধ্য দিয়ে তাদেরকে স্মরণ করা হচ্ছে, তাদেরকে সম্মান জানানো হচ্ছে। আজ ধর্মনগরে নবনির্মিত গৌর শেখর রায় ইন্ডোর স্পোর্টস হলের দ্বারোদঘাটন করে এই কথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

ধর্মনগরের বিবিআই ময়দানের বিপরীতে এই ইন্ডোর হলটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই ইন্ডোর হল নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। সেখানেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে ক্রীড়া পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন করছে। ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে একটিও আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক মাঠ ছিলনা, কিন্তু বর্তমান সরকার রাজ্যে অনেকগুলি সিন্থেটিক মাঠ তৈরি করেছে। একটা সময় রাজ্যে রাতের বেলায় ফুটবল খেলার সুযোগ ছিলনা। কিন্তু বর্তমান সরকার রাজ্যের উমাকান্ত মাঠে ফ্লাড লাইট-এর ব্যবস্থা করেছে। যেখানে দিবারাত্র খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড় যারা জাতীয়স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল পাচ্ছে তাদের ১ লক্ষ টাকা, সিলভার মেডেল হলে ৫০ হাজার টাকা এবং ব্রোঞ্জ মেডেল হলে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের কোচিং এর জন্য আর্থিকভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। জনজাতি এলাকা, গ্রামীণ ও শহর এলাকা অর্থাৎ রাজ্যের প্রতিটি এলাকাতে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। ধর্মনগরে আজ যার নামে স্পোর্টস হলের নামকরণ করা হয়েছে সেই গৌরী শেখর রায় ধর্মনগরের একজন খেলোয়াড় ছিলেন, যিনি জাতীয়স্তরে রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ধর্মনগরের হাফলং-এ একটি ফুটবল মাঠ তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরজন্য ৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্না নাথ, জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়, সমাজসেবী কাজল কুমার দাস, সমাজসেবী শ্যামল নাথ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং।

১২ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সফল করতে জিরানিয়ায় গণ কনভেনশন, উপস্থিত শ্রমিক—কৃষক সংগঠনগুলির নেতৃত্ব

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: শ্রমজীবী বিরোধী বলে দাবি করা চারটি শ্রম কোড বাতিলসহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১২ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে জিরানিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনভেনশনটি আয়োজিত হয় সি আই টি ইউ রাজ্য দপ্তরে।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, সংযুক্ত কিষান মোর্চা এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা এই কনভেনশনে অংশ নেন। বক্তারা বলেন, নতুন শ্রম কোডগুলির ফলে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব হবে, কাজের নিরাপত্তা ও মজুরি কাঠামোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের উপর সরকারের বিভিন্ন নীতির চাপ বাড়ছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়।

কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন রাধা চরণ দেববর্মা সহ একাধিক শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব। বক্তারা ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর জোর দেন এবং গ্রাম ও শহর স্তরে প্রচার ও সংগঠনের কাজ জোরদার করার আহ্বান জানান।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনগুলিতে বৃহত্তর গণসংযোগ ও প্রস্তুতি সভার মাধ্যমে ধর্মঘটের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলা হবে।

খোয়াই জেলায় অসম রাইফেলস ও ডিআরআই-এর যৌথ অভিযানে ১৬ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল অসম রাইফেলস। রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর (ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স—ডিআরআই)-এর সঙ্গে যৌথ অভিযানে খোয়াই জেলায় বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা।

অসম রাইফেলস সূত্রে জানা গেছে, খোয়াই জেলায় মাদক পাচারের গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ২৪ জানুয়ারি গভীর রাতে জাতীয় সড়ক ৮ নম্বর দিয়ে একটি টাটা ট্রাকযোগে মাদক পাচার করা হচ্ছিল। অভিযান চালিয়ে ট্রাকটি আটক করা হয় এবং তল্লাশি চালিয়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় অসমের করিমগঞ্জ জেলার এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অভিযানে ব্যবহৃত টাটা ট্রাকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের খোঁজে তদন্ত চলছে।

অসম রাইফেলস জানিয়েছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচার রুখতে তারা ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগে এই সাফল্য মাদকবিরোধী লড়াইয়ে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে।

বিলোনিয়ায় জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে পালিত হলো ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ জানুয়ারি: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে রবিবার বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার সংলগ্ন অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয়। দুপুর বারোটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মঞ্চে উপস্থিত অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে জেলা ও মহকুমা স্তরে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত আধিকারিক, বিএলও ও অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা ভোটারদের সচেতনতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাঁরা বলেন, গণতন্ত্রে ভোটাররাই মূল কারিগর এবং একটি সুস্থ ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেতন ভোটারের ভূমিকা অপরিসীম।

অনুষ্ঠানে বারোজন নবীন ভোটারের হাতে ভোটার পরিচয়পত্র (এপিক) তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ভোটদান নাগরিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যএই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শান্তি রঞ্জন চাকমা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা, মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক স্বপন দাস, জেলা আইকন রিয়া রায় চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আই.এল.এস ও জেআরসি-র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। আই.এল.এস হসপিটাল ক্রিকেট টিম এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাজধানীর ভোলাগিরি মাঠে এবারও বিনোদনের উদ্দ্যেশ্যে একদিনের জন্য ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। বেলা সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে আই.এল.এস হসপিটাল ক্রিকেট টিম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ১৬ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার তথা অধিনায়ক মনোজ দেবনাথের ৪৮ রান, পাপাই দাসের ৫৪ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে জেআরসি-র বাপন দাস, মনোজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, প্রণব শীল এবং সায়ন প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জেআরসি ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ১৬ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে মেঘধন দেবের ২২ রান, বাপন দাসের ২০ রান, প্রণব শীলের ১৫ রান এবং সায়নের ৩০ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে মনোজ দেবনাথ ৩৩ রানে তিনটি এবং পাপাই দাস ১৩ রানে দুইটি উইকেট পেয়েছেন। জয় দেব, সরজিৎ এবং অমরজিৎ সরকার প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। খেলায় দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে মনোজ দেবনাথ প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফি পেয়েছেন। এছাড়া, আই.এল.এস হসপিটাল ক্রিকেট টিমের হয়ে পিনাক মিত্র, জয়দীপ, পিকু, সুপ্রতিম, সনজিৎ দেববর্মা, সঞ্জয় আচার্য্য, নারায়ন যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে অভিষেক দে (অধিনায়ক), তাপস দেব, সিশান চক্রবর্তী, অঞ্জন দেব, মিলটন ধর, দিব্যেন্দু দে-রা দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শুরুতে জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং হসপিটালের মার্কেটিং বিভাগের প্রধান প্রবন্ধক মনোজ দেবনাথ ঐক্য ও শান্তির বার্তা স্বরূপ দুটি পায়রা আকাশে উড়িয়ে ম্যাচের শুভারম্ভে অন্য মাত্রা বয়ে এনেছেন। ম্যাচের পর হলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ট্রফি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আই.এল.এস হসপিটালের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মনোজ দেবনাথ, জে আর সি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক অভিষেক দে প্রমুখ। বলা বাহুল্য, দিনটি এক দারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের সদস্যরা। আগামী দিনেও এ ধরনের ম্যাচ জারি থাকবে বলে অতিথি বৃন্দ প্রত্যেকে আশা ব্যক্ত করে তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় দু”দলের খেলোয়াড় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রঞ্জি ট্রফি : ৯ উইকেটে ত্রিপুরাকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় উত্তরাখণ্ডের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষ রক্ষা হলো না ত্রিপুরার। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে উত্তরাখন্ড, নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে। তবে রক্ষা হয়েছে, উত্তরাখণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে পিএস চোপড়ার উইকেটটা অভিজিৎ সরকারের লেগ বিফোর উইকেট না হলে হয়তো ১০ উইকেটে জয় ছিনিয়ে উত্তরাখন্ড তখন বোনাস পয়েন্ট সহ ৭ পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফিরত তারা। সরাসরি ৯ উইকেটে জয়ী হওয়ার সুবাদে উত্তরাখন্ড এই ম্যাচ থেকে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরা দল ২৬৬ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে উত্তরাখণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩০১ রানে। ৩৫ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার শুরু করে শেষ পর্যন্ত ৯০ ওভার ৩ বল খেলে ২৫৮ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে উত্তরাখন্ড হিসেব কষে খেলে ৬৫ ওভারে একটি মাত্র উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটিংয়ে ত্রিপুরা দলের শ্রীদাম পালের ৭৫ রান, স্বপ্নীল সিং এর ৬০ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে সেন্টু সরকারের ৫৭ রান, বিক্রম দেবনাথের ৪৮ রান উল্লেখযোগ্য। সফরকারি উত্তরাখণ্ডের পক্ষে সূচীথের ৮৬ রান, সৌরভ রাওয়াতের ৮০ রান, লক্ষ্য রায়চান্দানীর ৬৫ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনার ভুপেন লাল ওয়ানির অপরাজিত ১০০ রান ও অধিনায়ক কুনাল চান্দেলার ৮৩ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। বোলিংয়ে ত্রিপুরার অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুড়াসিং ৪৮ রানে ছয়টি উইকেট দখল করে। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ভূপেন লালওয়ানি পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রাজ্যভিত্তিক ট্রাইথলন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক ট্রাইথলন প্রতিযোগিতা আজ সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিপুরা ট্রাইথলন এসোসিয়েশন আয়োজিত এবার কার প্রতিযোগিতায় ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত ইভেন্ট গুলির মধ্যে একুয়াথলন মহিলা বিভাগের তানিয়া দে প্রথম এবং প্রিয়াঙ্কা মুন্ডা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। এছাড়া পুরুষ বিভাগের ট্রাইথলনে আফতাব হোসেন, রিয়াজ ত্রিপুরা, শুভজিৎ দে; অনূর্ধ ১৫ বছর বালক বিভাগে রাজেশ ত্রিপুরা, দেবাশীষ মোদক, বয়ের জমাতিয়া, অনূর্ধ ১৮ বালিকা বিভাগে গীতা দেবনাথ, শাকিরা আক্তার, নীরা সিনহা বালকদের বিভাগে হৃদয় বর্মন, অভয় বর্মন ও বিশ্বজিৎ দেবনাথ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে পদক পেয়েছে। আজ সকালে শহরের অভিজাত হোটেলের প্রাঙ্গনে বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নকভির পাক বোর্ডকে একঘরে করার ‘হুঁশিয়ারি’ আইসিসির

বাংলাদেশ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়তেই দরদ থলে উঠছে পাকিস্তানের। আইসিসি বাংলাদেশকে ‘ছাঁটাই’ করতেই ‘প্রত্যাশিত’ অবস্থান নিয়েছে পাকিস্তান। একপ্রকার হুঙ্কারের সুরে পাক বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি জানিয়েছেন, বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া অন্যায়। কিন্তু পিসিবি’র এই ‘হুমকি’কে ভালোভাবে নিচ্ছে না আইসিসি। পাকিস্তান যদি ‘বয়কটে’র কথা ভাবে, তাহলে তাদের উপর দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া হবে। পাক বোর্ড এর আগে আইসিসি’র

সি কে নাইডু ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের কাছে ইনিংসে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইনিংসে হারলো ত্রিপুরা। মহারাষ্ট্রের কাছে। কর্নেল সি-কে নাইডু ট্রফি এলিট গ্রুপের খেলায়। বিসিসিআই আয়োজিত টুর্নামেন্টের কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা দল মহারাষ্ট্রের কাছে ইনিংস সহ ১২২ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি, ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক সন্দীপ সরকার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম ইনিংসে ২০৯ রান সংগ্রহ করলে জবাবে মহারাষ্ট্র ব্যাট করতে নেমে দুই দিন মিলিয়ে ১৩৩ ওভার ৪ বল খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে ৫১৩ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ আজ, রবিবার তৃতীয় দিনের মাথায় ৪৮ ওভার ১ বল খেলে ১৮২ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরা দলের সপ্তজিৎ দাসের ৫৪ রান, তন্ময় দাসের ২ ইনিংসে যথাক্রমে ৫২ ও ৮৪ রান উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রের পক্ষে দ্বিগবিজয় পাতিলের ১৩৫ রান,ৎহর্ষ মুগাবেরার ৯৫ রান এবং অনিরুদ্ধ সাবালের ৯১ রান বেশ উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে মহারাষ্ট্রের শুভমের দুই ইনিংসে সাত উইকেট দখল যথেষ্ট কাজে এসেছে। উল্লেখ্য ইনিংসে জয়ের সুবাদে মহারাষ্ট্র সর্বোপরি এই ম্যাচ থেকে ১৬ পয়েন্ট পেয়েছে। ত্রিপুরা পেয়েছে দুই পয়েন্ট।

মহিলাদের আইপিএলে প্রথম হার মন্ধানার বেঙ্গালুরুর, জেমাইমার দিল্লি উঠে এল দ্বিতীয় স্থানে

মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে প্রথম হার স্মৃতি মন্ধানার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। জেমাইমা রদ্রিগেজের দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে ৭ উইকেটে হারল বেঙ্গালুরু। প্রথম ব্যাট করে ১০৯ রান করেন মন্ধানারা। জবাবে ১৫.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১১ দিল্লির।

টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন জেমাইমা। বডোদরার ২২ গজে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না বেঙ্গালুরু। অধিনায়ক মন্ধানা ছাড়া ২২ গজে কেউ দাঁড়াতেই পারলেন না দিল্লির বোলিং আক্রমণের সামনে। ধারাবাহিক ভাবে উইকেট হারাল মন্ধানার দল। ওপেনার গ্রেস হ্যারিস ৯ রান করে আউট হয়ে যান। তাঁর পর একে একে ফিরে যান জর্জিয়া ভল (১১), গৌতমী নায়েক (৩), রিচা ঘোষ (৫), নাদিন ডি ক্লার্ক (৫), অরুন্ধতী রেড্ডিরা (২)। কেউই দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে একা লড়াই করেন মন্ধানা। ৬টি চার এবং ১টি ছয়ের সাহায্যে ৩৪ বলে ৩৮ রান করেন তিনি। কিছুটা লড়াইয়ে চেষ্টা করেন রাধা যাদব। ১৭ বলে ১৮ রানের ইনিংস খেলেন রাধা। দিল্লির বোলারদের মধ্যে সফলতম নন্দিনী শর্মা ২৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ১৭ রানে ২ উইকেট মারিজান কাপের। ১৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন মিন্নু মানি। ২২ রানে ২ উইকেট চিনেলে হেনরির। ১৪ রান দিয়ে ১ উইকেট শ্রী চরণীর।

জয়ের জন্য ১১০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল করতে পারেনি দিল্লিও। দুই ওপেনার শেফালি বর্মা (১৬) এবং লিজেল লি (৬) দ্রুত আউট হয়ে যান। ২৪ রানে ২ উইকেট হারানোর পর পরিস্থিতি সামাল দেন তিন নম্বরে নামা লরা উলভার্ট এবং চার নম্বরে নামা অধিনায়ক জেমাইমা। ২৬ বলে ২৪ রান করে আউট হন জেমাইমা। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৪টি চার। উলভার্ট দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন। তাঁকে সঙ্গ দেন কাপ। উলভার্ট শেষ পর্যন্ত করেন ৩৮ বলে ৪২। মারেন ৪টি চার এবং ১টি ছক্কা। ১৫ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন কাপ। ৩টি চার এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। বেঙ্গালুরুর সফলতম বোলার সায়ালি সাতঘরে ১৮ রানে ২ উইকেট নিলেন। ১০ রানে ১ উইকেট রাধার।

এ দিন হারের ফলে ছ’ম্যাচে মন্ধানার বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট থাকল ১০। অন্য দিকে, ছ’ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল জেমাইমার দিল্লি।

টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়তেই ডামাডোল বাংলাদেশের ক্রিকেটে, ইস্তফা কর্তার, শাকিবকে দলে ফেরানোর ইঙ্গিত বিসিবির

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ বাদ পড়তেই ডামাডোল শুরু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি)। শনিবার ইস্তফা দিলেন বিসিবির অন্যতম ডিরেক্টর ইশতিয়াক সাদেক। আর এক ডিরেক্টর আমজাদ হোসেন শনিবার বোর্ডের বৈঠকের পর জানিয়েছেন, বাংলাদেশ দলের দরজা শাকিব আল হাসানের জন্য খোলা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) শনিবার সরকারি ভাবে বিবৃতি দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে। পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে স্কটল্যান্ডকে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিসিবির দফতরে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন ইশতিয়াক। তিনি ছিলেন গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান। পারিবারিক কারণে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি।

একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে ইশতিয়াক বলেছেন, ‘‘আমার ইস্তফার খবর সত্যি। পরিবার এবং ব্যক্তিগত কারণে গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাতে পারছি না। নানা ব্যস্ততার কারণে প্রয়োজনীয় সময় বের করতে পারছি না। তাই এ ভাবে পদ আটকে রাখতে ভাল লাগছে না। ক্রিকেটের স্বার্থেই পদত্যাগ করেছি।”

অন্য দিকে, শনিবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন বিসিবির কর্তারা। এই বৈঠকে প্রাক্তন অধিনায়ক শাকিবকে দলে ফেরানোর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’কে বিসিবির অন্যতম ডিরেক্টর আমজাদ বলেছেন, ‘‘শাকিবের জন্য জাতীয় দলের দরজা খোলা। দল নির্বাচনের সময় শাকিবের বিষয়টি নির্বাচকেরা অবশ্যই বিবেচনা করবেন।”

বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার ক্ষতে প্রলেপ দিতেই জাতীয় দলে শাকিবকে ফেরানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে বাংলাদেশের ক্রিকেটমহলের একাংশ। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের অক্টোবরে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলেন শাকিব। তার পর আর দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নামার সুযোগ হয়নি বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারের।

বাংলাদেশের বয়কটে ‘ধাক্কা’ ইডেনের! ফেরত হবে টিকিটের দাম, কী জানাল সিএবি ?

বাংলাদেশের যে আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না, সেটা শনিবারের পর চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। আইসিসির তরফ থেকে বাংলাদেশের পরিবর্ত হিসাবে স্কটল্যান্ডের নাম ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের তিনটে ম্যাচ ইডেনে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে কলকাতায় খেলতে আসছে স্কটল্যান্ড। দল পরিবর্তন নিয়ে অবশ্য সিএবির কোনও মাথাব্যথা নেই।

টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেলেও, তাতে সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন সিএবি কর্তারা। টিকিট অনলাইনে বিক্রি শুরু হয়েছে। এক কর্তার কথায়, ‘‘কেউ যদি বাংলাদেশ ম্যাচ দেখবেন বলে টিকিট বুক করে থাকেন, তাহলেও সমস্যা নেই। তিনি যদি চান তাহলে টাকা ফেরত নিয়ে নিতে পারবেন। তাছাড়া এটা আইসিসির ব্যাপার। এখানে আমাদের কী করার থাকতে পারে ?” তাছাড়া টিকিট বন্টন শুরু হতে এখনও অনেক দেরি। ফলে টিকিট বদলেরও কোনও ব্যাপার থাকছে না।

গ্রুপ পর্বে এবার এমনিতেই কোনও বড় ম্যাচ নেই। সুপার এইটে ভারতের একটা ম্যাচ পেয়েছে ইডেন। গ্রুপ পর্বে মাঠ ভরবে কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন ছিলই। যদিও সিএবি কর্তারা এসব নিয়ে ভাবছেন না। তাঁদের কথায়, ‘‘এখানে আমাদের তো কিছু করার নেই। তবে বিশ্বকাপে কিছু পরিমাণ দর্শক অবশ্যই ম্যাচ দেখতে আসবে। তারপর দেখা যাক।”

বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী, মোট সাতটি ম্যাচ পেয়েছে ইডেন। গ্রুপ পর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বনাম ইটালি, ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড বনাম ইটালি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইটালি ম্যাচগুলি ইডেনে হওয়ার কথা ছিল। বাংলাদেশ বিশ্বকাপ না খেলায় বিকল্প দল হিসাবে স্কটল্যান্ড নামবে ওই ম্যাচগুলিতে। সেটা হলে ইডেনে তিনটি ম্যাচ খেলবে স্কটল্যান্ড। ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই শুরু হতে চলেছে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান। ৯ ফেব্রুয়ারি তাদের প্রতিপক্ষ ইটালি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড। এছাড়াও ইডেনে খেলা হবে সুপার এইটের একটি ম্যাচ, সেখানে ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ মুখোমুখি হতে পারে। একটি সেমিফাইনালও ইডেনে হবে, তবে সেখানে ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান কোনও দলই খেলবে না।

আইপিএল শুরু হতে বাকি প্রায় দু’মাস, দেরি করতে নারাজ ধোনি, ঝাড়খণ্ডে শুরু মাহির অনুশীলন

আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। শনিবার ব্যাট হাতে নেটে নেমে পড়লেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। আগামী আইপিএলেও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলবেন ধোনি। অনুশীলনও শুরু করলেন হলুদ প্যাড পরে।

আইপিএল শুরু হতে এখনও প্রায় দু’মাস দেরি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অবশ্য আইপিএলের সূচি এখনও ঘোষণা করেনি। তবে ধোনি দেরি করতে রাজি নন। অনুশীলন শুরু করে দিলেন। ঝাড়খণ্ড স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নেটে শনিবার অনুশীলন করেন ৪৪ বছরের ক্রিকেটার। ব্যাটিং অনুশীলনের আগে প্রাক্তন সতীর্থ তথা ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট সংস্থার সচিব সৌরভ তিওয়ারির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। ধোনির অনুশীলনের ছোট্ট ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে ঝাড়খণ্ড স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ধোনিকে আবার ২২ গজে দেখে খুশি তাঁর ভক্তেরা।

বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই হয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশ বোর্ডের, না খেলতে পারার দায় ইউনূস সরকারের উপরেই চাপাল বিসিবি

বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাদের বক্তব্য, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাদের নয়, সরকারের। বরং তারা নাকি খেলতেই চেয়েছিল। বিসিবি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে, আইসিসির সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিচ্ছে। নতুন করে আর কোনও আবেদন করা হবে না।

অনেকেই মনে করছেন, নিজেদের দায়মুক্ত করে এবং সরকারের উপর দায় চাপিয়ে বিসিবি নিজেদের কিছুটা নিরাপদ জায়গায় রাখার চেষ্টা করছে। এটি মোটামুটি পরিষ্কার, বিশ্বকাপে না খেলার জন্য বাংলাদেশকে কড়া শাস্তি দেবে আইসিসি। অনুদান বন্ধ থেকে শুরু করে নির্বাসন সবই হতে পারে। কিন্তু বিসিবি যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের, তা হলে শাস্তির হাত থেকে বাঁচার অন্তত একটা রাস্তা খোলা থাকবে। বিসিবির পরিচালক আমজাদ হোসেন ‘ইন্ডিয়া টুডে’-কে বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার তাদের জানিয়েছিল যে, তাদের পক্ষে ভারতে খেলা নিরাপদ নয়। হোসেন বলেন, ‘‘আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল যে, ভারতে বিশ্বকাপ খেলা আমাদের দলের জন্য নিরাপদ হবে না। আমরা আমাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করার অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু আইসিসি তাতে রাজি হয়নি। এই বিষয়ে আমাদের কিছু করার নেই। এটা নিরাপত্তার কারণে সরকারের নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত।”

হোসেন জানান, সরকারের নিজস্ব মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিসিবি আইসিসি-র সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে।

তিনি বলেন, ‘‘আমরা বেশ কয়েকটা বৈঠক করেছি যেখানে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সরকার নিজস্ব মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নেয় যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং সরকার আমাদের তা জানিয়ে দেয়। আমরা আইসিসি-র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।”

হোসেনের বক্তব্য, বিসিবি-র পক্ষ থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও তাদের সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘‘আমরা সব সময় বলেছি যে আমরা খেলতে চাই। কিন্তু সিদ্ধান্তটা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। যেকোনও সফরের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র (ক্লিয়ারেন্স) নিতে হয়। আমি এটাকে ব্যর্থতা বলব না। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, কিন্তু সরকার তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সরকার যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের তা মানতেই হবে।”

ভারতে না খেলার এই সিদ্ধান্তের সূত্রপাত হয় ভারতীয় বোর্ডের নির্দেশে মুস্তাফিজুর রহমানকে কেকেআর তাদের আইপিএলের দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সময় থেকে। বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচ কলকাতায় এবং একটি ম্যাচ মুম্বইয়ে হওয়ার কথা ছিল। ভারতের কোনও শহরের নাম না করে হোসেন বলেন, ‘‘ভারতের যে শহরে আমাদের ম্যাচগুলো হওয়ার কথা ছিল সেখানে কী ঘটেছিল এবং রাজনৈতিক নেতারা কী বলেছিলেন তা সকলের জানা। তাঁরা হুমকি দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশকে সেখানে খেলতে দেওয়া হবে না। তাই, আমরা সেখানে মোটেও নিরাপদ বোধ করছি না।”

শামির ‘পাঞ্জায়’ সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়, বোনাস পয়েন্ট নিয়ে জিতে রনজির নক আউটে বাংলা

চতুর্থ দিনের শুরুতেই জয় ছিনিয়ে নিল বাংলা। রনজি ট্রফিতে সার্ভিসেসকে ইনিংস ও ৪৬ রানে হারালেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। যার ফলে বোনাস পয়েন্ট নিয়ে রনজির নকআউট নিশ্চিত করে ফেলল বাংলা। মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, মুকেশ কুমারদের গতির আগুনে ছারখার হয়ে গেল সার্ভিসেসের ব্যাটিং। শনিবারই লক্ষ্মীরতন শুক্লর দলের জয়ের দেওয়াল লিখন স্পষ্ট ছিল। রবি-সকালে কল্যাণীতে দ্রুত সার্ভিসেসের বাকি দুই উইকেট ফেলে ম্যাচ জিতে নেয় তাঁরা। দুই ইনিংস মিলিয়ে মহম্মদ শামির শিকার ৭ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১ রান দিয়ে ৫ উইকেট পান। এরপরও কি জাতীয় দলে ব্রাত্য থাকতে হবে ?

সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রথম দিনই বাংলা ছিল চালকের আসনে। দ্বিতীয় দিনের শেষে রীতিমতো জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল বঙ্গ ব্রিগেড। সাম্প্রতিক সময়ে পারফরম্যান্সের বিচারে, এই মুহূর্তে দেশের সেরা পেস অ্যাটাক রয়েছে বাংলার ঝুলিতে। বাংলার দেওয়া ৫১৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সার্ভিসেস প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে যায় ১৮৬ রানে। বাংলার হয়ে ডবল সেঞ্চুরি করেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (২০৯)। ফলোঅনের পর ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসের শেষে তাদের রান ছিল ৮ উইকেটে ২৩১।

প্রথম ইনিংসে সুরজ ৪, আকাশদীপ ৩, শামি ২ এবং শাহবাজ নেন ১ উইকেট। মরশুমে প্রথমবার চার পেসারকে একসঙ্গে পেয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। ৩৩৩ রানে পিছিয়ে থাকার চাপ নেওয়াটা যে সহজ নয়, তা বাংলার আন্তর্জাতিক মানের পেসারদের সামনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন সার্ভিসেস ব্যাটাররা। দ্বিতীয় ইনিংসেও তাঁরা ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। শামির বলে তখন রীতিমতো ভিরমি খাচ্ছেন সার্ভিসেস ব্যাটাররা। সেখান থেকে মোহিত আহলাওয়াত (৬২) এবং রজত পালিওয়াল (৮৫)-এর সৌজন্যে লড়াইয়ে ফেরে তারা। তাঁদের জুটিতে ওঠে ১১৯ রান। মোহিতকে ফেরান মুকেশ কুমার। জমে যাওয়া রজতকে ফেরান শামি। এরপর ধসের সামনে পড়ে সার্ভিসেস। একটা সময় মনে হচ্ছিল, শনিবারই না শেষ হয়ে যায় ম্যাচ।

তবে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ চতুর্থ দিনে গড়ায়। তবে তা কিছুক্ষণের জন্য। শেষ পর্যন্ত ২৮৭ রানে গুটিয়ে যায় সার্ভিসেস। ইনিংসে জেতার সুবাদে বোনাস পয়েন্টে জিতল বাংলা। হরিয়ানার বিরুদ্ধে গ্রুপে বাংলার শেষ ম্যাচ এখন নিয়মরক্ষার।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কদমতলায় সন্দেহজনক ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কদমতলা ইছাইলালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লালছড়া সাব সেন্টার সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি সন্দেহজনক ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা ওই স্থানে পড়ে থাকা একটি অচেনা ইলেকট্রনিক বস্তু দেখতে পেয়ে সন্দেহ করেন এবং দ্রুত পুলিশকে খবর দেন।

প্রথমে তারা মনে করেন, এটি একটি ড্রোন, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, এটি একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ডিভাইসটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র বলে মনে করা হলেও, সেটি ঠিক কী ধরনের ডিভাইস, এর ব্যবহার বা কার্যকারিতা কী এবং কোথা থেকে বা কী উদ্দেশ্যে এটি ওই স্থানে রাখা হয়েছিলতা এখনো স্পষ্ট নয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া ডিভাইসটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হবে।

পাশাপাশি, প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে নিরাপত্তাজনিত কোনো ঝুঁকি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিএসএফ'র ব্যান্ড শো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিএসএফের উদ্যোগে আজ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে এক ব্যান্ড শো-র আয়োজন করা হয়।

এই ব্যান্ড শো-তে বিএসএফ ছাড়াও টি এস আর এর দশম ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা ব্যান্ড শো প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার শিল্পীগণ দেশাত্মবোধক নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

তেলিয়ামুড়ায় স্কুলের নির্মাণ কাজ বন্ধ ঘিরে বিতর্ক এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জানুয়ারি: বর্তমান সরকার শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে দাবি করা হলেও কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে নির্মীয়মান বাউন্ডারি ওয়াল ও সাইকেল স্ট্যান্ডের কাজ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই নির্মাণ কাজ রবিবার আচমকাই বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার কয়েকজন যুবক বিদ্যালয় চত্বরে এসে প্রথমে বিদ্যালয় ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর তাঁরা নির্মাণ কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। অভিযোগ, এই ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস, যিনি নিজেই সরাসরি কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন। তবে কী কারণে বা কোন যুক্তিতে এই নির্মাণ কাজ বন্ধ করা হলো, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে স্বাভাবিক জীবনে এলেও অনেকের মানসিকতা বদলায়নি : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। জনজাতিদের সমস্ত দাবিদাওয়া পূরণ করা হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকারের শক্তি সম্পর্কে অনেকের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি নেই। আর আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে স্বাভাবিক জীবনে এলেও অনেকের মানসিকতার বদল হয়নি।

আজ সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জের মাল্টি পারপাস হলে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মন কি বাত এর ১৩০তম কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমরা প্রতি মাসের শেষ রবিবারে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত কার্যক্রমের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি। দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আজ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে চড়িলাম মন্ডলে আপনাদের সঙ্গে একসাথে মিলে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শ্রবণ করেছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যত বাঁধা আসবে ততই ভারতীয় জনতা পার্টি শক্তিশালী হবে। আমাদের সরকারের কি যে শক্তি সেটা অনেকের মধ্যে বিন্দুমাত্র উপলব্ধি নেই। আমরা সবার সাথে ভালোভাবে থাকতে চাই, ভালোভাবে কথা বলতে চাই। যারা কোনসময় আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল তাদেরকে আমরা মূলস্রোতে আনার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে আসার পর যে মানসিকতা সেটা একই রয়ে গেছে। তাই আমি তাদেরকে বলবো যে বেশি চালাকি যাতে না করে। আমরা এখনো কিন্তু ভালোভাবে কথা বলছি। আন্দোলনের নাম দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া, আন্দোলনের নামে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে যে কথাগুলি বলছিল এখন মূলস্রোতে এসে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ফর্মে সুযোগ নিয়ে সেভাবে কথা বলার চেষ্টা করছে। মনে রাখতে হবে কাচের ঘরে থেকে ঢিল মারতে গেলে অন্তত ১০ বার চিন্তা করতে হবে যে আমি কোন জায়গায় আছি। কাজেই খুব সাবধান। আজ প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত সমস্ত বুথে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, অপরাধের বিরুদ্ধে যারা আওয়াজ না তুলে, কথা না বলে এরচাইতে বড় অপরাধ আর কিছুই হয়না। একটা গরীব ঘরের চাওয়ালা আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি কোন মহারাজার পরিবার থেকে আসেন নি। একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসে আজ দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু। এটাই হচ্ছে প্রজাতন্ত্র। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই মানুষের কাছে যেতে হবে। কাজ না দিয়ে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষের কাছে যাওয়া যায়না। কাজের কাজ কিছু না করে ঘুম থেকে উঠে এক একটা সুড়সুড়ি, এক একটা ইস্যু বের করে। কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছেন শক্তিশালী অভিভাবক। তাঁরা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টিটা কি সেটা ত্রিপুরায় এখনো অনেকে বুঝতে পারছেন না। তাই আজকের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি বলবো এখনো সময় আছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বুঝে নেওয়ার। কোন অনিয়ম বেনিয়ম এই পার্টিতে কোন অবস্থায় বরদাস্ত করা হবেনা। আর সেভাবেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সমঝদার আদমি কে লিয়ে ইশারায় কাফি হে। আমরা বলছি নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার কথা। আর সেটা একমাত্র সম্ভব শান্তির মাধ্যমে, যুক্তির মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে। আজ পৃথিবীর মধ্যে যদি কেউ সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা থাকেন তবে তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেউ আঘাত করলে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তিনি। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অপারেশন সিঁদুর। আগামী ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত এর কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যে আমরাও বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ এর রূপরেখা তৈরি করেছি।

মন কি বাত কার্যক্রমে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জিষ্ণু দেববর্মা থাকার সময় এই চড়িলামে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন হয়েছে। ত্রিপুরার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ভোটে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। রাজ পরিবারের একজন সুযোগ্য সন্তান হিসেবে আজ তাঁকে তেলেঙ্গানার মতো বড় রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে সম্মান জানানো হয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, জনজাতিরা এখন বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো জাতীয় দল ছাড়া জনজাতিদের উন্নয়ন আর কেউ করবে না। তাই বুঝতে হবে। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে চাই। জনজাতিদের উন্নয়নে এই সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের সরকার একবার এডিসিতে আসলে সবকিছু হবে। ছলচাতুরি করে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করে কিছু হবেনা। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, মন কি বাত কার্যক্রমের প্রদেশ ইনচার্জ রতন ঘোষ, সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, টিআইডিসির চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, চড়িলাম মন্ডলের সভাপতি তাপস দাস সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাগন।

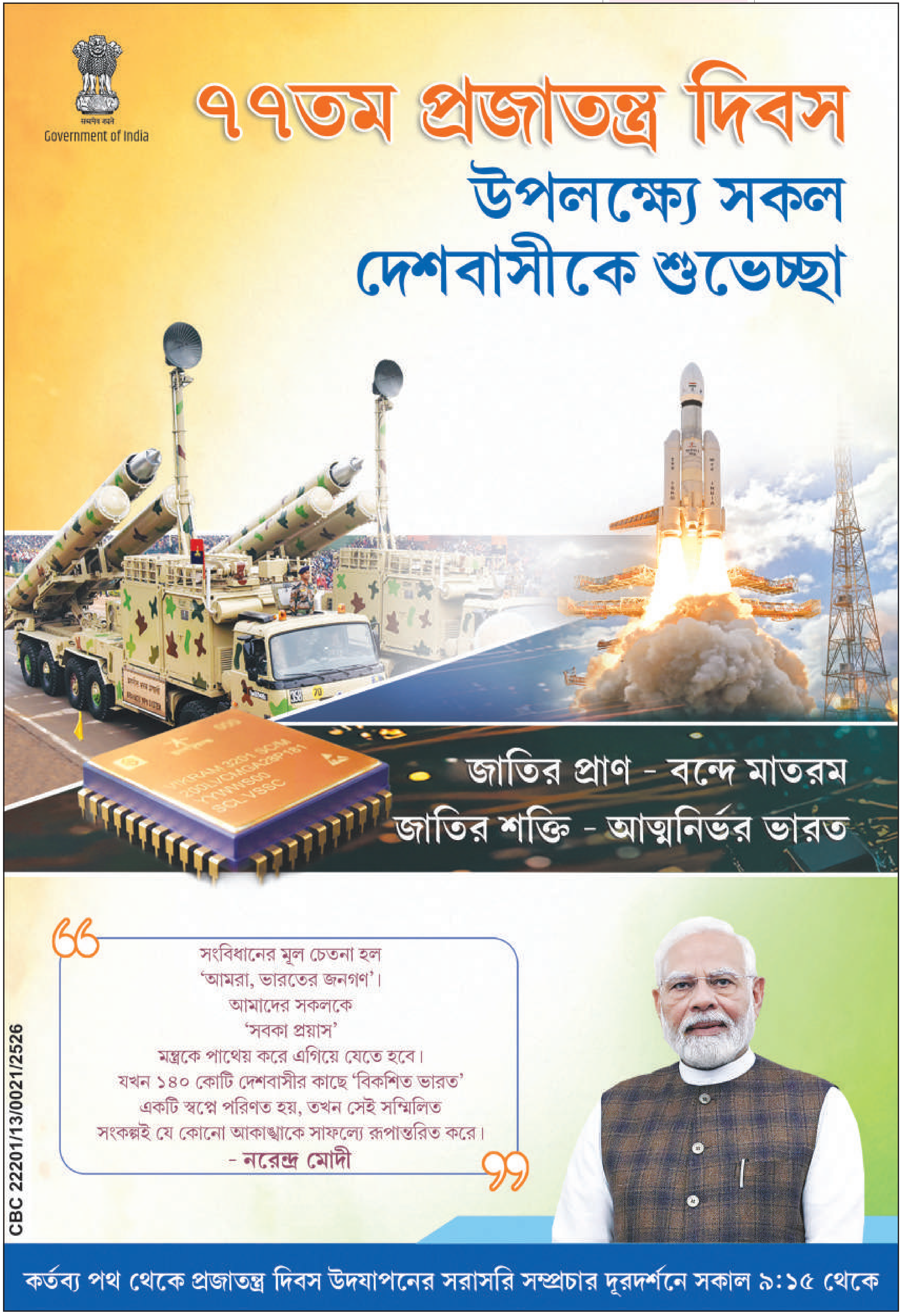

আসামের রাতাবাড়িতে পুলিশের অভিযানে ত্রিপুরার দুই নেশাকারবারিসহ তিনজন আটক বিপুল পরিমাণ মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: আসামের রাতাবাড়ি থানাধীন নিভিয়া ওয়াচ পোস্টের পুলিশের অভিযানে ত্রিপুরার দুই নেশাকারবারিসহ মোট তিনজনকে আটক করা হয়েছে। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ২৪ জানুয়ারি শনিবার রাতে পুলিশ দুটি পৃথক অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য, একটি পিস্তলসহ বিভিন্ন নথিপত্র ও সামগ্রী উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রথম অভিযানে টিআর-০১-০৪৮৬ নম্বরের একটি টাটা পাঞ্চ গাড়ি জব্দ করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে ১৬০০টি নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যার মোট ওজন প্রায় ১৪৫ গ্রাম। এই ঘটনায় দিলোয়ার চাকমা ও নন্দলাল চাকমাকে আটক করা হয়। ধৃত দু'জনের বাড়ি ত্রিপুরার পেঁচারথল এলাকায়।

পরবর্তীতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে দ্বিতীয় অভিযানে পুলিশ জালালাবাদ এলাকার নুর উদ্দিনের বাড়িতে হানা দেয় এবং তাকেও আটক করে। তার বাড়ি থেকে একটি দেশি পিস্তল, একটি গাড়ির নম্বর প্লেট, একটি পাসপোর্ট, তিনটি এটিএম কার্ড, একটি প্যান কার্ড এবং ১৪টি মোবাইল হ্যান্ডসেট জব্দ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas